প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩১ ◆ ১-৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

কলকাতার সাধ্বী মাদার তেরেজা

ঐশবাণীর ধারক "মাদার তেরেজা"

বাঙালির হৃদয়ে মাদার তেরেজা

বিনম্র সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী

আর্চবিশপ গাঙ্গুলীকে কাছ থেকে দেখা

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাসযোগ্য পৃথিবী

জলবায়ু পরিবর্তন: নদীর সৃষ্টি ও গুরুত্ব

ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী

৩১তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত মারীয়া সরকার
মৃত্যু : ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ
স্বামী : প্রয়াত জেরোম সরকার
(প্রয়াত আন্তনী মন্তি গমেজ ও
প্রয়াত ম্যাগডালেনা গমেজ-এর মেজ কন্যা)
ধর্মপল্লী : লক্ষীবাজার, ঢাকা

মা, তোমাকে অজস্র প্রণাম

হিউবার্ট ফ্রান্সিস সরকার (প্রয়াত)
কনিষ্ঠ পুত্র

কী অনিঃশেষ ঘুমিয়ে আছো, মা
আমি আর ঘুম ভাঙ্গাতে পারি না
তুমি আর একটি বারও সাড়া দাও না,
তুমি এমন সংজ্ঞাহীনা
কোথা থেকে এক স্বর্গীয় আভা এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে
তোমার অপ্রতিম মুখ
আমি চিত্রার্পিতের মত দেখি ঐ মুখ
তুমি চলে যাচ্ছ, একথা ভাবতেই
বড় ভাঙ্গন ধরে বুকে
কী শোকাবহ এই বিসর্জন, মা
ভরা সংসার রেখে তুমি চলে যাচ্ছ
পরিত্রাতা খ্রিস্টের সম্মুখে
আর তো তুমি মরণাপন্ন রোগিদের নিয়ে
হাসপাতালে হাসপাতালে দৌড়াবে না
আর তো তুমি সবার জন্য গ্রোটের সামনে দাঁড়িয়ে
একটানা প্রার্থনা করবে না।
তোমার সহজ-মধুর সম্বোধনটি কানের কাছে
বাজতে থাকবে।

ঘুম

হিউবার্ট ফ্রান্সিস সরকার (প্রয়াত)

এখন তাকে ঘুমাতে দাও
সেতো বহুদিন নিজের ঘুম মাটি করে
জাত শুক্রদের সংসার-গৃহস্থালি
গুছিয়ে দিয়েছে। নিজেকেই ক্লান্ত বিশ্রান্ত করেছে খালি।
শুক্র মিত্র ভেদ করেনি বলে বারে বারে ভুল করেছে, বারে বারে
ক্রুশার্পিত যিশুর মত সইতে হয়েছে তীক্ষ্ণ বিদ্রুপ-বাণ
বারে বারে লণ্ডভণ্ড হয়েছে তার নিজের বাগান।
তার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে ইতস্তত করেনি যে ফরিশীরা
তারা এখন তার প্রশংসা-গানে মুখরিত। পিলাত হাত ধোয়।
এই হ-য-ব-র-ল এর ভিতরে
তবু একটি অনির্বাণ প্রতীকের মত উদ্ভাসিত হয় তার হৃদয়
এখন আমি তাকে কোন স্তুতি নিবেদন করবো না।
কারণ, আমিতো স্থির জানি
ঐ পবিত্র বেদীতে নিজেকে নিঃশর্তে সমর্পণ করেছে সে,
তার বড় অপূর্ণ জীবন অফুরন্ত ঐশ্বর্যে ভরেছে
মানুষেরে ভালোবেসে।
এখন তাকে ঘুমাতে দাও।

(বুয়েটের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের প্রকাশনা, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ)

শোকার্ত স্বজন
জন, বেবী, মারীয়া (কৃপা), হিউবার্ট (তীর্থ), তিমথী (অর্ঘ্য)
ফিলিপ, জয়া, এলেন ও এঞ্জেলা
মালা, মিঠু ও আর্থার।

বিজ্ঞ/২০০/২৪

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ৩১
০১ সেপ্টেম্বর - ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
১৭ ভাদ্র - ২৩ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
যোসেফ ইভান্স গমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

‘আমাদের সাধু’ পাবার প্রত্যাশায়

সকল ধর্মের মানুষের মধ্যেই সাধু সম্পর্কে কম-বেশি ধারণা বা কৌতুহল আছে। স্বাভাবিক চিন্তায় একজন ব্যক্তি যিনি পবিত্র, ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদপুষ্ট এবং যিনি সকল অবস্থায় অপরের মঙ্গল ও কল্যাণ করেন তাকে সাধুব্যক্তি বলে বিবেচনা করা হয়। খ্রিস্টধর্মের অনেক ব্যক্তিই ঈশ্বরের প্রতি অনুগত থেকে প্রতিবেশির প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ ঘটিয়ে পবিত্রতার দাবি পূরণ করে বিশ্বাসীয় জীবনে আদর্শ দান করার মধ্যদিয়ে অনেক মানুষের কাছে সাধু ব্যক্তি বলে গণ্য হয়েছেন। এ সাধু-সাধ্বীদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের পরিচিতজন কেউ আবার প্রিয়জন। সাম্প্রতিক সময়ে ঘোষিত কলকাতার সাধ্বী তেরেজা ও সাধু পোপ ২য় জন পলতো সকলেরই পরিচিত ও প্রিয়জন তাদের সেবাধর্মী ভালোবাসাময় কাজের জন্য। বিশেষভাবে বঞ্চিত, নিপীড়িত, পিছিয়েপরা ও আশ্রয়হীনদের আশ্রয় হয়ে তারা যিশুর ভালোবাসার সাক্ষ্য হয়ে ওঠেছিলেন এ জগতে।

মাদার তেরেজা ও পোপ ২য় জন পল জীবিতকালেই বিশ্বজনীন মণ্ডলীতে জীবন্ত সাধু বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। তাদের মতোই বাংলাদেশের স্থানীয় মণ্ডলীতে বাংলার প্রথম বিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীকেও অনেকে জীবন্ত সাধু বলেই বিবেচনা করতো। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী অকস্মাৎ মারা যাবার পর পরই বাংলার জনগণ তাকে সাধু মর্যাদায় তাদের হৃদয়ে স্থান দিয়েছে এবং তাকে একান্ত নিজেদের সাধু হিসেবে পাবার লক্ষ্যে বলতে শুরু করেছে, জীবনে সাধু তুমি মরণে নও কেন!

আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী প্রথম বাঙালি আর্চবিশপ। তিনিই হয়তো প্রথম বাঙালি সাধু হবেন সে প্রত্যাশায় সারাবিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাঙালি খ্রিস্টভক্তগণ। কাথলিক মণ্ডলীতে সাধু শ্রেণীভুক্তকরণের নির্দিষ্ট একটি প্রক্রিয়া রয়েছে। চারটি ধাপের প্রথমটি হলো ঈশ্বরের সেবক ঘোষণা। ইতোমধ্যে আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর মৃত্যুর ২৯ বছর পর ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ মণ্ডলীর আবেদনে সাড়া দিয়ে বিশ্বজনীন মণ্ডলী তাঁকে ‘ঈশ্বরের সেবক’ উপাধিতে ভূষিত করেন। পর্যায়ক্রমে তিনি পূজণীয় ও ধন্য শ্রেণীভুক্তকরণের নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া সমাপ্ত করে ‘সাধু’ শ্রেণীভুক্ত হবেন তা আমাদের সকলেরই প্রত্যাশা। আশাপ্রদ দিক হলো যে ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী বিষয়ে ধর্মপ্রদেশীয় অনুসন্ধানের কাজ সমাপ্ত করে গত ২০২০ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাসে পোপ মহোদয়ের দপ্তরে সমস্ত রিপোর্ট ও দলিল দস্তাবেজ জমা দেওয়া হয়েছে। গোটা মণ্ডলী গভীর আগ্রহে প্রত্যাশা করেছিল ঈশ্বরের সেবক পর্যায় থেকে তিনি পরবর্তী ধাপে (পূজনীয়) উন্নীত হবেন খুব শিঘ্রই। কেননা ২০২০ খ্রিস্টাব্দ ছিলো আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জন্ম শতবার্ষিকী। আমাদের জীবন্ত সাধুর মাণ্ডলিক স্বীকৃতি প্রাপ্তি বিলম্বিত হলেও আমাদের প্রত্যাশাও জীবন্ত থাকুক এবং সাধু স্বীকৃতির জন্য করণীয় প্রার্থনাতে আমরা অবিচল থাকি।

পবিত্র আত্মার নিত্য সহায়তায় মণ্ডলী নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে সাধু ঘোষণার কাজটি করে থাকে। তবে পবিত্র আত্মার সহায়তা যাচ্না করার সাথে সাথে বিশ্বাসী আমাদেরও কিছু কিছু কাজ করতে হবে। যাতে করে এ প্রক্রিয়া তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয়। ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জীবনের গুণাবলীর কথা বিশ্ববাসীকে জানাতে হবে। তাই তার জীবনের ওপর বিভিন্ন লেখা ও ডকুমেন্টারী বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করতে হবে। তার কাছ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন অলৌকিক সহায়তার কথা জানাতে হবে কর্তৃপক্ষসহ বিভিন্নজনকে। ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে এইসব অলৌকিক কাজের কথা। ঐতিহ্যবাহী মিডিয়ার সাথে সাথে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও এ মহান ব্যক্তির পুণ্যগুণের কথা ছড়িয়ে দিতে হবে সর্বত্র। ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জীবনের উপর বেশ কয়েকটি বই প্রকাশ করা হয়েছে। তা সারা বাংলাদেশে ও পশ্চিমবঙ্গেও ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা মানুষ যতই এ মহৎ ব্যক্তির কথা জানবে প্রার্থনা করার মানুষের সংখ্যাও ততই বাড়বে। ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীকে ধন্যশ্রেণীভুক্তকরণের জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রার্থনা প্রস্তুত করে সারা দেশে বিতরণ করা হয়েছে। কোন কোন ধর্মপ্রদেশের কিছু ধর্মপল্লীতে নিয়মিতভাবেই এ প্রার্থনা করা হয়। কিন্তু বেশিরভাগ ধর্মপল্লীগুলোতেই তা করা হয় না। আমরা যদি আমাদের করণীয় পালনে ব্যর্থ হই তাহলে কি আমাদের সাধু পেতে শুধু অপেক্ষাতেই থাকতে হবে না।

সঙ্গতকারণে আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর সাধুশ্রেণীভুক্তিকরণের জন্য আমাদের অনবরত প্রার্থনা করতে হবে। তাঁর গুণাবলীগুলো নিজেদের জীবনে চর্চা করতে হবে আর তাঁর মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের কোন দয়া-অনুগ্রহ লাভ করলে তা স্থানীয় পুরোহিতদের জানাতে হবে। যাতে করে তাঁর মধ্য দিয়ে যেন আরো অনেক মানুষ ঈশ্বরের আশীর্বাদ-অনুগ্রহ ও দয়া লাভে ধন্য হতে পারেন। †

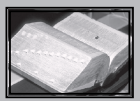

“কেননা ভিতর থেকে, মানুষের হৃদয় থেকেই যত দুরভিসন্ধি বেরিয়ে আসে: বেশ্যাগমন, চুরি, নরহত্যা, ব্যভিচার, লোভ, দুষ্টতা, প্রতারণা, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা, ঈর্ষা, পরনিন্দা, অহঙ্কারও মতিভ্রম; এসব দুষ্টতাই ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে ও মানুষকে কলুষিত করে।’ (মার্ক ৭ঃ ২১-২৩)

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ
০১ সেপ্টেম্বর - ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

০১ সেপ্টেম্বর, রবিবার
২ বিব ৪: ১-২, ৬-৮, সাম ১৫: ২-৫, যাকোব ১: ১৭-১৮, ২১-২২, ২৭, মার্ক ৭: ১-৮, ১৪-১৫, ২১-২৩

০২ সেপ্টেম্বর, সোমবার
১ করি ২: ১-৫, সাম ১১৯: ৯৭-১০২, লুক ৪: ১৬-৩০

০৩ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার
মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরী, পোপ ও আচার্য, *স্মরণদিবস*
১ করি ২: ১০-১৬, সাম ১৪৫: ৮-১৪, লুক ৪: ৩১-৩৭

০৪ সেপ্টেম্বর, বুধবার
১ করি ৩: ১-৯, সাম ৩৩: ১২-১৫, ২০-২১, লুক ৪: ৩৮-৪৪

০৫ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার
কলকাতা'র সাধ্বী তেরেজা, কুমারী ও প্রতিষ্ঠাত্রী
১ করি ৩: ১৮-২৩, সাম ২৪: ১-৬, লুক ৫: ১-১১
অথবা সাধ্বী তেরেজার স্মরণে খ্রীষ্টযাগে পাঠ্য:
ইসা ৫৮: ৬-১১ (বিকল্প ১ যো ৪: ৭-১৬), সাম ৩৩: ১-১০
মথি ২৫: ৩১-৪৬ (সংক্ষিপ্ত ৩১-৪০)

০৬ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার
১ করি ৪: ১-৫, সাম ৩৭: ৩-৬, ২৭-২৮, ৩৯-৪০, লুক ৫: ৩৩-৩৯

০৭ সেপ্টেম্বর, শনিবার
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রীষ্টযাগ
১ করি ৪: ৬-১৫, সাম ১৪৫: ১৭-২১, লুক ৬: ১-৫

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

০১ সেপ্টেম্বর, রবিবার
+ ১৯২৩ ফা. নাভা জভান্নি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৭৫ সি. মেরী মিরিয়াম, পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)
+ ২০০১ সি. এম. এ্যান অব যীজাস, আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ২০২০ সি. মার্টিনেট রিভার্স, এমপিডিএ (ঢাকা)

০২ সেপ্টেম্বর, সোমবার
+ ১৯৫৯ সি. এম. আইরিন, আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ২০০৩ সি. সিলভিয়া মাচাডো, এসসি (খুলনা)

০৩ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার
+ ১৯২৩ ফা. ফ্রাংক কিহু, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৩৭ সি. এম. সেলিন অব যীজাস, আরএনডিএম (চট্টঃ)
+ ২০২১ ফাদার লেনার্ড পরেশ রোজারিও (ঢাকা)

০৫ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৯৮ ফা. মার্কো মাত্তিয়াজ্জী, এসএক্স (খুলনা)

০৬ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার
+ ১৯৮৫ ব্রা. আইভান সি. ডোলান, সিএসসি (ঢাকা)

০৭ সেপ্টেম্বর, শনিবার
+ ২০১২ সি. মেরী বেনিগ্না, এসএমআরএ (ঢাকা)

তৃতীয় খণ্ড
খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

প্রধান সদগুণসমূহ

১৮০৫ চারটি সদগুণ কেন্দ্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে, আর সে কারণে তাদেরকে বলা হয় "প্রধান"; এই চারটি গুণকে ঘিরে অন্য সব গুণ বিন্যস্ত করা হয়। চারটি গুণ হল: সদ্বিবেচনা, ন্যায্যতা, মনোবল ও মিতাচার। "সদগুণ হল তার পরিশ্রমের ফল; কারণ প্রজ্ঞা সেই আত্মসংযম, সদ্বিবেচনায়, সেই ধর্মময়তা ও সুস্থিরতায় উদ্বুদ্ধ করে।" এই সদ্‌গুণগুলোকে আরও অনেক নামে পবিত্র শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানে প্রশংসা করা হয়।

১৮০৬ সদ্বিবেচনা হল সেই সদ্‌গুণ, যা সব অবস্থায় আমাদের মঙ্গলকে অবধারণ করতে এবং তা অর্জন করার জন্য সঠিক কর্ম বেছে নিতে, প্রায়োগিক যুক্তিবুদ্ধির অবতারণা করে; "সতর্ক মানুষ নিজ পদক্ষেপের উপর দৃষ্টি রাখে।" "প্রার্থনার উদ্দেশে সবিবেচক ও মিতাচারী হও"। আরিষ্টটলের কথা অনুসরণ করে, সাধু টমাস আকুইনাস লিখেন যে, সদ্বিবেচনা হল "কাজে সঠিক যুক্তিবুদ্ধির প্রয়োগ।" তবে এটাকে ভীরুতা বা ভয়-ভীতির সঙ্গে, অথবা ছলনা বা ভান করার সঙ্গে যেন এক করে ফেলা না হয়। এটাকে বলা হয় সদ্‌গুণসমূহের সারথি (auriga virtutum); নিয়ম ও মানদণ্ড স্থির ক'রে এটি অন্যান্য সদ্‌গুণগুলোকে পথ নির্দেশ দান করে। সদ্বিবেচনা তৎক্ষণাৎ বিবেকের বিচার পরিচালনা করে। সবিবেচক ব্যক্তি তার বিচার অনুসারে তার ক্রিয়া নির্ধারণ ও সম্পাদন করে। এই সদগুণটির দ্বারা আমরা নৈতিক মূলনীতিসমূহ নির্ভুলভাবে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকি, এবং মঙ্গলকে লাভ করার ও মন্দকে বর্জন করার বিষয়ে সকল সন্দেহ থেকে উত্তীর্ণ হতে পারি।

বিশেষ ঘোষণা

সকলকে অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, মহামান্য কার্ডিনাল লুইস আন্তনিও তাগলে সহযোগী প্রিফেক্ট, বিশ্বাস বিস্তার সংস্থা এবং পোপীয় মিশনারী উচ্চতর কমিটির প্রেসিডেন্ট ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ, ও.এম.আই মহোদয়কে পাঁচ বছরের (২০২৪-২০২৯) জন্য পোপীয় মিশনারী উচ্চতর কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনিত করেছেন।

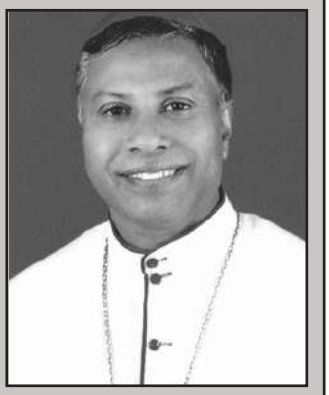

আমরা তাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই মহান দায়িত্ব পালনে পবিত্র আত্মা ঈশ্বর আর্চবিশপ মহোদয়কে পরিচালিত করুন।

– সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বিনম্র সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর স্মরণে

বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি

ঈশ্বর-সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জন্ম ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২০ খ্রিস্টবর্ষ; তাঁর মৃত্যু ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ খ্রিস্টবর্ষ; পৃথিবীতে আমাদের মাঝে তাঁর জীবনকাল অনতিদীর্ঘ ৫৭ বছর; তবে আমাদের মাঝে তাঁর জীবন-স্মরণ সুদীর্ঘ সময়ের উদ্দেশে, অনেক আনন্দ, গভীরতর শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালোবাসা সহকারে।

তাঁর জীবনকে ঘিরে আমার ব্যক্তিগত জীবনে বিশেষ স্মরণ রয়েছে। আমার জন্ম-সময়ে, ১৯৩৯ খ্রিস্টবর্ষে, তখনকার বান্দুরা ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারী ও হলিক্রশ হাইস্কুলে তাঁর উপস্থিতি; সেখানে সবার মাঝে সবার কাছে তাঁর বাল্য-জীবন সবার অতিশয় প্রিয়, সবার অতিশয় আনন্দের হয়ে চলছিল। আমার বড় দুই দাদা তখন বান্দুরা হাই-স্কুলে পড়াশুনা করছিল, এবং সবার মত তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এবং তার থিওটোনিয়াস নামটিও একেবারেই নতুন নাম হওয়াতে, তারা আমার জন্য থিওটোনিয়াস নামটি পছন্দ করেছিল। আমার দীক্ষাস্নানের জন্য গোল্লা গীর্জাতে নিয়ে গেলে দীক্ষাদানকারী যাজক গোল্লার পাল-পুরোহিত আমার কী নাম দিবে জিজ্ঞেস করলে আমার দিদি "থিওটোনিয়াস" নাম বলেছিল। তবে নামটি ফাদারের কাছে পরিচিত না থাকাতে তিনি ঐ নামে কোন সাধু নেই উল্লেখ করে অন্য সাধুর নামে আমাকে দীক্ষা দিতে চাইলেন। তবে আমার দিদি যে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল, হাতের কাগজটি দেখিয়ে ফাদারকে জানায় যে বাড়ী থেকে নামটি লিখে দিয়েছে। তাতে ফাদার "থিওটোনিয়াস" নামেই আমার দীক্ষাস্নান দিলেন। পরবর্তীতে আমি বান্দুরা সেমিনারীতে থাকাকালে তখনকার ফাদার থিওটোনিয়াস আমেরিকাতে বিশেষ পড়াশুনা শেষ করে দেশে ফিরে এসে হাসনাবাদ-বান্দুরা দেখার সময়ে বান্দুরা সেমিনারীতে এসে আরেক জন "থিওটোনিয়াস" আছে বলে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। পরবর্তীতে নামের কারণে ও বিভিন্ন কারণে তাঁর সাথে আমার সবিশেষ একাত্মতা ছিল।

ঈশ্বর-সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীকে পৃথিবীতে আমরা সর্বদাই প্রাণভরা ভালোবাসা, ভক্তি এবং শ্রদ্ধা নিয়ে তাঁর সাথে চলেছি, সর্বদাই সাগ্রহে আনন্দের সাথে দৃশ্যকালে তাঁর সান্নিধ্যে থেকেছি, এখন অন্তরালে তাঁকে অন্তরে রেখেছি। দৃশ্য কি অদৃশ্য অবস্থাতে তিনি সর্বদাই আমাদের সামনে তাঁর জীবনের মাধুর্যমাখা সৌন্দর্য দিয়ে আমাদেরকে উদ্ভাসিত করেছেন, আজও সে উদ্ভাস আমাদের অন্তরে বিরাজমান: তাঁকে স্মরণ করা আমাদের জন্য সবিশেষ আনন্দ, সবিশেষ আশীর্বাদ।

জীবনের শিশুবেলা থেকে শুরু করে জীবনাবসান অবধি তিনি একই সুকোমল বিনম্রতা, ভক্তিময়তা ও প্রজ্ঞাভাব নিয়ে অবিরাম চলমান ছিলেন বাহ্যিক দক্ষ কোমল প্রকাশে, অন্তরে দক্ষ শিশুস্বভাবে: অতিশয় স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব সতত।

অন্তরে-বাইরে তাঁর জীবন ছিল সহজ সরল নম্রতা দিয়ে গড়া, নম্রতাই ছিল তাঁর স্বভাব; তাঁর দেহ-মন সমস্ত কিছুই নম্রতায় যেন

চলত। তাঁর সকল গুণের মাঝে আমরা সকলে একবাক্যে তাঁর সুকোমল বিনম্রতাকেই মধ্যমণিরূপে দেখি। আমরা তেমন স্বভাব আচরণে অভিভূত হই: প্রশ্ন জাগে, কেমন করে একজন মানুষের জীবন এমন সর্বাঙ্গীন নম্রতামতি হয়, যেথা সেই নম্রতাই তার বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা, আত্মিক পরিপূর্ণতা।

সাধারণভাবে দোষনীয় কিছু করলে আমরা তা নম্রভাবে স্বীকার করতে বাধ্য; তবে তখনও নম্র হওয়া সহজ হয় না। আরও সুন্দর অর্থে, যখন আমরা বরং করণীয় ভাল কিছু করতে অসমর্থ ও অপারগ হই, তা সত্যভাবে স্বীকার করে নেই, তখন আমরা আরও ইতিবাচক অর্থে নম্র হই। তবে সেই নম্রতাও প্রধানত শুধু মানবীয় গুণ হিসেবে নম্রতা। এরূপ মানবীয় গুণ হিসেবে নম্রতা সুন্দর ও সত্য বিষয় বটে; তখন জীবনের একটি মার্জিত সততা প্রকাশ পায়।

তবে যখন একজন মানুষ অপারগ না হয়ে বরং বহু কিছু হওয়ার ও করার মধ্য দিয়ে একজন প্রতিষ্ঠিত মানুষ হয়, যিনি পরিপক্কভাবে অনেক কিছু হয়েছেন ও করছেন, শুধু মানবীয় গুণে নয়, বরং আত্মিকভাবে ও আধ্যাত্মিকভাবে, যখন সবাই বলে উনি এক বিরাট ব্যক্তিত্ব সবার মাঝে, তখন সেই মানুষটি কীভাবে, অন্তরের কোন চেতনায় একজন নম্র মানুষ হন? তখন নম্রতা শুধু মানবীয় গুণ নয়; তখন নম্রতা ঐশ গুণ, তা আত্মিক ও আধ্যাত্মিক নম্রতা।

ঈশ্বর-সেবক থিওটোনিয়াস গাঙ্গুলীর জীবনের নম্রতা ছিল সেইরূপ ঐশ গুণ, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক নম্রতা। অর্থাৎ তাঁর ছিল নিজের জীবনকে নিয়েই এমন সর্বাঙ্গীন নম্রতা, যে নিজের জীবনটাই "আমার" নিজের কিছুই নয়, সমস্তই ঈশ্বরের এবং ঈশ্বরের হাতে ও ঈশ্বরের হৃদয়ে; সমস্তই "তোমাদের আর তোমাদের হৃদয়ে"! যিশুর শিক্ষা মত তিনি নিজ জীবন থেকে "উহ্য" হয়েছেন, ঈশ্বরের ও সবার অন্তরে প্রবিষ্ট থেকেছেন: তাঁর মধ্যে "আমার" বলে কোন চিন্তা-চেতনাই যে ছিল না, যেমনটি হয়েছিল যিশুর জীবনে: "আমার কিছুই নেই, সমস্তই পিতার; আমার আছে শুধু আমার পিতা। পিতা, তুমি আছ।" পুত্র হওয়ার সাধনায় "আমি ঈশ্বরপুত্র-আমি মানবপুত্র" হয়ে যিশু পিতার মাঝে ও মানবের মাঝে বিলীন হয়ে নম্র হয়েছেন। আমরা পিতা, গুরু, পালক ইত্যাদি বৃহৎ পরিচয়ের গভীরে "আমি পুত্র", "আমি সন্তান" - তোমার, তোমাদের সন্তান - এই অনুরাগে ঈশ্বর এবং ছোট-বড় সবার অন্তরে মিশে যাই; এবং তাতেই আমরা যিশু হৃদয়ের নম্রতায় একাত্ম হই।

যিশুকে উদাহরণ স্বরূপ দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ এরূপ নম্র হওয়াকে "নত হওয়া নয়, বরং প্রণত হওয়া" বলেছেন। নত হয়ে আমরা অন্যের কাছে ছোট হই, তথা "ক্ষুদ্র" হই, তা-ও সুন্দর বটে। তবে আরও সুন্দর যে, নত হয়ে আমরা অন্যকে উন্নত করি, বড় করে দেখি, পূজনীয় করে নেই; নত হওয়াতে আমরা বরং প্রণত হই। নত হওয়াতে যদি থাকে কিছু অনিহা, প্রণত হওয়াতে আছে স্নিগ্ধ পবিত্র আকাঙ্ক্ষা! অন্যের কাছে প্রণত হওয়া, তা অন্তরের প্রার্থনা, শেষে অন্যকে অন্তরে নিয়ে ঈশ্বরের উপাসনা, আরাধনা। আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর অন্তরে ঈশ্বরের পাশে পৃথিবীর ছোট-বড় সবাই "আরাধ্য" বিষয় হয়ে উপস্থাপিত ছিল। সেই অর্থে তিনি ঈশ্বরের সাথে সবার প্রতি প্রণতচিত্ত ছিলেন; তাঁর নম্রতা ছিল সেইরূপ পবিত্র প্রণতি ও ভক্তি।

(আগের একটি লেখার অনুসরণে এই লেখাটি)

ঐশবাণীর ধারক “মাদার তেরেজা”

রনেশ রবার্ট জেত্রা

মহান স্রষ্টার সৃষ্ট এই পৃথিবী বৈচিত্র্যময়। বৈচিত্র্যময় সমস্ত কিছুই আর এই বৈচিত্র্যতার মধ্যেই মহান স্রষ্টার ভালোবাসার প্রকাশ। পাপ করা সত্ত্বেও তাঁর সাদৃশ্যে গড়া মানবজাতিকে সেই আদিকাল থেকে আজো অবধি ভালোবেসে যাচ্ছেন। আমাদের ভালোবেসে তিনি যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন প্রবক্তাদের তিনি প্রেরণ করেছেন এই মর্ত্য পৃথিবীতে। শেষে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র স্বয়ং যিশুখ্রিস্টকে প্রেরণ করলেন। “আদিতে যিনি ছিলেন বাণী। বাণী ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে, বাণী ছিলেন ঈশ্বর। আর এই বাণীই একদিন হলেন রক্তমাংসের মানুষ; বাস করতে রাখলেন আমাদেরই মাঝখানে *(যোহন ১:১-১৮)*।” তিনি এলেন, আমাদের সাথেই ছিলেন, আলোর পথ দেখিয়ে গেলেন এবং ভালোবাসা ও সেবার উত্তম দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন। সেই দৃষ্টান্ত, আদর্শকে ধারণ করে আজ কত মহান নর-নারী আমাদের মাঝে দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন। শত শত মহান মানব-মানবীদের মধ্যে যারা ঐশবাণী অর্থাৎ স্বয়ং যিশুকে ধারণ করেছেন কিংবা যিশুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে নিজেদের জীবনকে সাজিয়েছেন তাঁদের মধ্যে একজন মহান ব্যক্তি হলেন কলকাতার সাধ্বী মাদার তেরেজা। যিনি ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ আগস্ট যুগোস্লাভিয়ার স্কাপিয়েতে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন সময়ে সে দেশ ম্যাসিডোনিয়া নামেও পরিচিত ছিল।

ছোটবেলা থেকেই মাদার তেরেজা পারিবারিক ধর্মীয় শিক্ষা, মায়ের সাথে সকালে গির্জা এবং প্রার্থনায় অংশগ্রহণের ফলে যিশুকে ধারণ করার প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত হতে থাকে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে তেরেজা ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপদান করতে ভারতের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। একসময় মাদার তেরেজা দার্জিলিংয়ে লরেটো সন্ন্যাস সংঘে যোগদান করেন। আশ্রমে বিভিন্ন কাজের ফাঁকে তিনি অতিরিক্ত একটা কাজ করতেন। কাজটি হলো- তিনি দরিদ্র অসহায় পথ শিশুদের শিক্ষাদান করতেন। তাদের জন্য কাজ করতে করতে এবং তাদের সাথে মেলামেশা করতে করতে তাদের জন্য আরো কিছু করার অর্থাৎ ঐশবাণীকে আরও গভীরে ধারণ করার প্রবল ইচ্ছা বৃদ্ধি পেতে থাকে। গরীব, অসহায়, অবহেলিতদের মাঝে তিনি স্বয়ং যিশু খ্রিস্টকে উপলব্ধি করতেন। তাই স্বয়ং খ্রিস্টকে আরো আপন করে পেতে তিনি লরেটো সম্প্রদায় ছেড়ে ঐশবাণীকে নিজ অন্তরে ধারণ করে সেবার উদ্দেশে ভারতবাসীর কাছে নতুন রূপে আবির্ভূত হলেন। লরেটো সম্প্রদায়ের পরিধেয় নির্দিষ্ট পোশাক রেখে পরিধান করে নিলেন ভারতীয় নারীদের ন্যায় নীল পাড়ের সাদা শাড়ি। এভাবেই শুরু হলো মানবসেবী মাদার তেরেজার সেবার নতুন যাত্রা। নিজ জীবনে ঐশবাণী অর্থাৎ খ্রিস্টের আদর্শকে তিনি মানুষের কাছে বহমান করলেন। তিনি সেবার জীবন ও ভালোবাসার মধ্য দিয়ে ঐশবাণীর প্রকাশকে আরো প্রসারিত করলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি কোনো রাষ্ট্র বা ধর্মের কোনো ভেদাভেদ না রেখেই সকল শ্রেণীর মানুষকে ভালোবেসেছেন ও সেবা দিয়েছেন। তাই বিশ্ববাসী সকলের কাছে গ্রহণীয়। বিশ্ব আজ তাঁকে দিয়েছে ‘বিশ্বজননী’র মর্যাদা।

ঐশবাণীর সার বা মূল কথা হলো ভালোবাসা। সাধু যোহনও তাঁর ১ম ধর্ম পত্রে সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন, “ভালোবাসা ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে। পরমেশ্বর নিজেই যে প্রেমস্বরূপ *(১ম যোহন ৪:৭-৮)*।” স্বয়ং ঈশ্বর যেহেতু নিজে ভালোবাসাময় তাই তিনি সর্বদা মানবজাতিকে পাপ বা দুর্বলতা সত্ত্বেও ভালোবাসেন। আমাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসার চরম প্রকাশ ঘটিয়েছেন, তাঁর একমাত্র পুত্র যিশুখ্রিস্টকে এই মর্ত্য পৃথিবীতে প্রেরণের মধ্য দিয়ে। তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন যেন তাঁর দ্বারাই আমরা জীবন পাই *(১ম যোহন ৪:৯)* খ্রিস্ট এলেন, ভালোবাসলেন এবং আমাদের জন্য ক্রুশে জীবন দিয়ে ভালোবাসার চরম প্রকাশও ঘটালেন এবং দিয়েও গেলেন ঈশ্বর ও মানুষকে ভালোবাসার আদেশ। ভালোবাসার এই প্রধান দুটি আদেশ অন্তরে ধারণ করে নিলেন আমাদের মানবতার মা ‘মাদার তেরেজা’। তাই ভালোবাসাকেই তিনি তাঁর সেবা জীবনের হাতিয়ার বা মানব সেবার অস্ত্র রূপে বেছে নিলেন। খ্রিস্টকে ধারণ করে তাঁরই ভালোবাসার আদর্শে নিজেকে সাজিয়ে নিলেন। ভালোবাসা এমন একটি মানবীয় শ্রেষ্ঠ গুণ, যার টানে একজন ছুটে যায়, আরেকজনের কাছে। আর এই শ্রেষ্ঠ গুণটিই আমাদের মাদার তেরেজা অন্তরে ধারণ করেছিলেন। তিনি শুধু ধারণই করে রাখলেন না বরং নিজের সেবার জীবন দ্বারা ঐশবাণীকে বিশ্বের কাছে প্রকাশও করলেন। ভালোবাসার টানেই তিনি সুদূর আলবেনীয়া ছেড়ে বাংলায় এসেছিলেন। তিনি দীন-দরিদ্রের সেবা করার উদ্দেশে প্রথমত লরেটো সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। কিন্তু সে সম্প্রদায়ে কাজ করার সময়ে তিনি কোলকাতার রাস্তাঘাটে ও বস্তির অভাবী অসহায় মানুষদের দেখে ব্যথিত হন। তিনি দৃশ্যমান এই মানুষদের মধ্যে অদৃশ্য ঈশ্বরকে দেখেছেন। তাই এই উপলব্ধি থেকে তিনি মানবসেবা কাজে নেমে পড়েছিলেন। মূলত লরেটো সম্প্রদায়ে থাকাকালীন সময়েই শুরু হয় তাঁর মানবসেবার কাজ। গরীব, দুঃখী, অভাবী, বস্তিবাসী, রোগাক্রান্ত মানুষের সেবায় নিজেকে মানবসেবীরূপে উৎসর্গ করার জন্য তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিলেন।

ঐশবাণীকে ধারণ করেছেন বিধায় তিনি সেবা জীবনে সাহসী সেবিকার পরিচয় দিয়েছেন। যারা ভালোবাসার প্রকৃত মানুষ তারা নিজের জীবনের চেয়েও অন্যের জীবনকে বেশি ভালোবাসেন এবং মূল্য দিয়ে থাকেন। যার প্রমাণস্বরূপ আমরা আমাদের প্রিয় সাধ্বী মাদার তেরেজার জীবন একটু গভীরভাবে আলোকপাত করে দেখতে পারি। একবার মাদার এবং অন্যান্য সিস্টারগণ কোনো এক জায়গায় যাওয়ার জন্য রেল স্টেশনে গেছেন ট্রেন ধরতে। সেখানে জনতার চিৎকার শুনে মাদার লক্ষ্য করলেন যে, ট্রেনের সামনে এক পাগল দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেন আসছে দেখেও পাগলটি ট্রেন লাইনটির উপর দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে মাদার তেরেজা বিন্দুমাত্র নিজের জীবনের কথা না ভেবে পাগলটিকে দৌড়ে গিয়ে প্লাটফর্মে টেনে তুলে ধরলেন। লোকটি যদিও পাগল বা উন্মাদ ছিল তবুও মাদার পাগলটির জীবন বাঁচানোর জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। সেই পরিস্থিতিতে আমি বা আপনি হলে কি করতাম বা কি করতে পারতেন তা একবারও ভেবে দেখেছি/দেখেছেন কি? আমি কি সেখানে মাদারের ভূমিকা রাখতে পারতাম নাকি জনতার মতো চিৎকার করতে থাকতাম? জীবন বাস্তবতায় দেখা যায় যে, আমাদের সামনে আজ কত ধরনের অন্যায়, অসত্য, অপ্রীতিকর কাজ সংঘটিত হচ্ছে বা ঘটে যাচ্ছে। আমরা কি সেই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে সত্য প্রতিষ্ঠা করে থাকি? নাকি সমালোচনার ভয়ে কিংবা জীবন নাশের ভয়ে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছি? সত্য কথা বলতে, আসলে আমরা আমাদের জীবনের অনেক মায়া করি বা নিজের জীবনকে অনেক মূল্য দিয়ে থাকি। ফলে অন্যের কথা চিন্তা করার বালাই নেই।

মাদার তেরেজার সাহসিকতার পরিচয় আমরা আরেকটি ঘটনা থেকে পাই। তিনি একজন মহিলা হয়েও মাত্র ৫ টাকা হাতে নিয়ে লরেটো সন্ন্যাস সংঘ ত্যাগ করে চলে আসেন তাঁর নতুন আহ্বানের যাত্রা শুরু করতে। একজন সাহসী সেবিকা ছিলেন বলেই তিনি শত প্রতিকূলতা ও বাঁধা-বিপত্তির সম্মুখে পড়েও প্রতিষ্ঠা করেছেন “মিশনারী অব চ্যারিটি” সংঘ। শুরু হয় নতুন যাত্রা। কালীঘাট মন্দির, যেখানে মাস্তান, জুয়ারী, নারী ব্যবসায়ীদের যত আস্তানা সেখানেই তিনি গড়ে তুললেন তাঁর সেবাকেন্দ্র। যেখানে মাস্তান এবং জুয়ারীরা তাঁর কাজে প্রতিবাদ

করে হুমকি দিয়েছিল সেখানে একজন বিদেশী মহিলা হয়েও সাহসীকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সাহসীকতার কারণ ছিল, তিনি ছিলেন ঈশ্বর-নির্ভর। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন ঈশ্বরের কাজ ঈশ্বরই আমার (মাদার) মধ্য দিয়ে করিয়ে নিবেন। তাই তিনি প্রতিটি কাজকে ভালোবেসে আপন করে খুব সাহসীকতার সাথে করতেন। তাঁর ঈশ্বর-নির্ভর জীবনধারণ আমাকে/আপনাকেও অনুপ্রেরণার বার্তা দিচ্ছে।

বর্তমান স্বার্থপর এই পৃথিবীতে আমাদের স্বার্থপর চিন্তা-ভাবনা, ক্রিয়া-কলাপ দেখে, আমাদের অনেকের জীবনে মাদার তেরেজার এই কথাগুলোই সত্য হয়ে উঠছে বলে আমি মনে করি, "সর্বশ্রেষ্ঠ রোগগুলির মধ্যে অন্যতম হলো কেউ কারো নয়।" বাস্তবিক জীবনে আমরা অনেকেই এই সর্বশ্রেষ্ঠ রোগে বা ব্যধিতে আক্রান্ত। হোক সে রাজনৈতিক কিংবা ধর্মীয় কিংবা ব্যক্তিগত জীবনে আজ আমরা স্বার্থপরতার কবলে পরে কেউ কারো মঙ্গলের কথা চিন্তা করি না। আমাদের সেবা জীবন কিংবা সাহসীকতার যে দৃষ্টান্তগুলো আজ আমরা দেখাচ্ছি তা অনেকটা লোক দেখানো বা মানুষের বাহবা পাওয়ার প্রক্রিয়া মাত্র। তবে আমি এই কথা বলছি না যে, আমরা সবাই একই দলের লোক। আমাদের দেশে, সমাজে এখনো এমন মানুষও আছে যারা ঐশবাণীর আলোকে জীবনধারণ করে বা করছে। তবে বিশেষভাবে আজ মাদার তেরেজার সাহসীকতার পরিচয় আমাদেরকে নতুনভাবে চিন্তা করার অনুপ্রেরণা দিচ্ছে এবং আমাদের দৈনন্দিন সেবা জীবনে সত্যিকারভাবে সাহসীকতার পরিচয় দিতে শিক্ষা বা অনুপ্রেরণা দিচ্ছে। মাদার তেরেজা যে সত্যিকার অর্থেই একজন সাহসী মমতাময়ী মা ছিলেন তা এই ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।

ঐশবাণীকে ধারণ করে তারা যিশুর ন্যায় জীবনকে পরিচালিত করে এবং বাণীর আলোকে জীবন-যাপন করে থাকেন। আমাদের বিশ্বনন্দিত মমতাময়ী মাদার তেরেজাও যিশুর বাণীর আলোকে জীবন-যাপন করেছেন। যিশুর হৃদয়ের ভালোবাসা যেমন সকল শ্রেণী বা পেশার মানুষের জন্য ছিল তেমনি মাদার তেরেজাও তাঁর ভালোবাসাপূর্ণ সেবার কাজ শুধু নির্দিষ্ট সীমা বা গণ্ডী অর্থাৎ নিজ ধর্মীয় গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, তিনি তা সর্বজনে বিলিয়ে দিয়েছেন। কারণ তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, দৃশ্যমান মানুষকে ভালোবাসার মধ্য দিয়েই অদৃশ্য ঈশ্বরকে ভালোবাসা যায়। অর্থাৎ দৃশ্যমান মানুষের মধ্যেই স্বয়ং স্রষ্টা নিহিত বা বিদ্যমান। তিনি নিজেও বলেছেন **"তুমি দৃশ্যমান মানুষকে যদি ভালোবাসতে না পারো, তবে অদৃশ্য ঈশ্বরকে কি করে ভালোবাসবে?"** প্রকৃত পক্ষেই তিনি তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে দৃশ্যমান গরীব, দুঃখী, অভাবী, বস্তিবাসী, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত বিশেষ করে কুষ্ঠ রোগের মতো ছোঁয়াছে রোগীদের নিজ হাতে স্পর্শ করে সেবাদান করেছেন। যাদেরকে সমাজে হেয় চোখে দেখা হতো বা অবহেলা করা হতো তাদের তিনি কাছে টেনে নিয়েছেন। তিনি শুধু কথা বলেননি, কাজেও বাস্তবায়ন করেছেন। সেবার ক্ষেত্রে তিনি নির্দিষ্ট ধর্ম, বর্ণ, বা জাতি কোনো কিছুতে তাঁর ভালোবাসা ও সেবা সীমাবদ্ধ রাখেননি। অকপটে তিনি তা সর্বজনে বিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সেবা জীবন যদি উপলব্ধি করি তাহলে দেখতে পাব যে, যখন তিনি রাস্তার পাশে পড়ে থাকা মুমূর্ষু রোগীকে বা পড়ে থাকা শিশুকে তুলে এনে সেবা ও আশ্রয় দিয়েছেন, সেখানে তিনি লোকটি বা শিশুটি কোন ধর্মের বা বর্ণের কিংবা কোন জাতির তা দেখেননি বা প্রশ্নও করেননি। তিনি শুধু তাঁর হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা দিয়ে সেবা করেছেন। তিনি যে মানুষকে কতটা ভালোবাসতেন বিশেষ করে অসহায়, দরিদ্র, অবহেলিত, অসহায়, অনাথ, অবাঞ্চিত ও মরণাপন্ন শিশু, শারীরিকভাবে অক্ষম এবং কুষ্ঠরোগীদের প্রতি তাঁর হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসাপূর্ণ সেবা আমরা মাদারের জীবনে দেখতে পাই।

যে ভালোবাসে সে সেবা করে। যে সেবা করে সে আবার ভালোবাসার কারণে সেবা করতে গিয়ে সমস্ত কিছুই গ্রহণ করে নম্রভাবে। মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করে বলা যায় যে, যিশু টগবগে একজন যুবক ছিলেন। মানুষ হিসেবে তাঁরও তো ভালো-লাগা বা ভালোবাসার কিছু ছিল যা আমরা সাধারণ যুবক-যুবতীরা করে থাকি। তাঁরও তো নিজের স্বার্থ বলে কিছু ছিল। কিন্তু তিনি সমস্ত কিছুই জলাঞ্জলি দিয়ে পিতার পরিকল্পনাকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। কষাঘাত বা মৃত্যু-যন্ত্রণার সময় লোকেরা যখন অন্যায়ভাবে তাঁকে আঘাত কিংবা উপহাস করেছেন তখন তিনি নম্রভাবে গ্রহণ করেছেন। গুরু হয়েও তিনি শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়ে নম্রতার এক আদর্শ জগতের কাছে প্রকাশ করেছেন। নম্র হয়েই শেষ পর্যন্ত লজ্জাজনক ক্রুশকে অপরাধী না হয়েও অপরাধী বেশে গ্রহণ করে নিলেন। ঐশবাণীকে ধারণ করেছেন বিধায় মাদার তেরেজাও যিশুর আদর্শে জীবন-যাপন করেছেন। কাউকে ভালোবাসতে হলে সেখানে স্বার্থত্যাগ অবশ্য নিহিত। কাউকে প্রকৃতভাবে যে ভালোবাসে সে তাকে সেবা করবে এবং সেবা করতে হলে সেখানে অবশ্যই স্বার্থত্যাগ নিহিত। অর্থাৎ, নিজের ভালো লাগা বা পছন্দের কিছু বিষয়, নিজের মূল্যবান সময়, অর্থ প্রভৃতি বিষয় ত্যাগ করতে হয়। শিশু জন্ম দিতে গিয়ে একজন মা যেমন কষ্টভোগ করেন, তেমনি আমরা যাদের ভালোবাসি বা কাউকে ভালোবাসতে চাই, সেখানে অবশ্যই আমাদেরকে স্বার্থত্যাগ করতে হবে। ত্যাগ মানেই সেখানে কষ্ট এবং আনন্দ নিহিত। কারণ প্রকৃত ভালোবাসা আমাকে/ আপনাকে কষ্ট দিবে এটা স্বাভাবিক। আবার কষ্টের মধ্যেও দীর্ঘস্থায়ী আনন্দ সেখানে বিদ্যমান। তাই তো মাদার তেরেজা জীবনে বিষয়টি উপলব্ধি করে বলেছেন, "সত্যিকারের ভালোবাসার অর্থ হলো যতক্ষণ তা কষ্ট না দেয় ততক্ষণ দেওয়া।" আর সত্যিকার অর্থেই আমরা মাদার তেরেজার জীবনে সত্যিকারের ভালোবাসার প্রমাণ পেয়েছি দরিদ্র, অভাবী, কুষ্ঠরোগীদের মতো লোকদের সেবাদানে। সেখানে তিনি সম্পূর্ণভাবে কষ্ট হলেও নিজের জীবন আর্তমানবতার সেবায় বিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে এতো কষ্ট করতে পেরেছেন। কষ্টের ফলে তিনি যিশুর সান্নিধ্য পেয়েছেন যা আমরা বিশ্বাস করে থাকি। যিশু মানব জাতির জন্য ক্রুশে মৃত্যুবরণ করে চরম ভালোবাসার প্রকাশ করেছেন। খ্রিস্টের এই চরম ভালোবাসা মাদার তেরেজা মর্মে মর্মে তাঁর অন্তরে উপলব্ধি করেছেন। সেই উপলব্ধি থেকেই তিনি মানুষের মধ্যে যিশুকে হৃদয়ে উপলব্ধি করেছেন। যিশুকে আপন করে পাওয়ার তাগিদে বা চেষ্টায় রাস্তায় পড়ে থাকা অসহায় কুষ্ঠরোগী, বস্তির অলিতে গলিতে অভাবী, দরিদ্র মানুষের সেবায় ছুটেছেন। তিনি আবর্জনার স্তূপের মধ্যে খুঁজেছেন যিশুরূপী অসহায়, অনাথ এবং পরিত্যক্ত শিশুদের। তাদের তিনি পরম মমতায় ভালোবেসেছেন, সেবাযত্ন এবং লালন-পালন করেছেন। তিনি মানুষেকে ভালোবেসেছেন যিশুর হৃদয় দিয়ে। তাই তিনি বলতেন, "কেবল সেবা নয়, মানুষকে দাও তোমার হৃদয়, হৃদয়হীন সেবা নয়, তারা চায় তোমার অন্তরের স্পর্শ"। উক্তিটি তিনি নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন সর্বান্তঃকরণে নিঃস্ব ও দরিদ্রদের উদারভাবে সেবার মধ্য দিয়ে। ভালোবাসাপূর্ণ সেবার মধ্য দিয়েই তিনি নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন। নিজেকে খুঁজে পাওয়ার অর্থ হলো- জীবনের সেই চরম এবং পরম লক্ষ্যের সান্নিধ্য পাওয়া। অর্থাৎ সেই পরম স্রষ্টাকে লাভ করা। মাদার তেরেজার জীবনে গান্ধীজির কথাই সত্য হয়েছে আজ। গান্ধীজি বলেছেন, **"নিজেকে খুঁজে পাওয়ার সর্বোত্তম উপায় হলো অন্যের সেবায় নিজেকে হারানো।"** প্রকৃতপক্ষেই আমাদের মমতাময়ী মা অন্যের সেবা করার মধ্য দিয়েই নিজেকে হারিয়ে পরম স্রষ্টাকেই খুঁজে পেয়েছেন।

মাদার তেরেজা ঐশবাণীকে অন্তরে ধারণ করেছিলেন বিধায় ভালোবাসার ক্ষেত্রে তিনি কোনো বাছ-বিচার করেন নি। কে কোন জাতি গোষ্ঠীর বা কোন ধর্মের তা তিনি দেখেন নি। সকলকে তিনি খ্রিস্টের ভালোবাসায় ভালোবেসেছেন। বিভিন্ন সময় মানুষ সমালোচনা করে যখন অপবাদ দিয়ে

এই কথাগুলো বলেছে, "মাদার, আপনি তো সেবার নামে অন্য ধর্মাবলম্বীদের আপনার খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করাচ্ছেন।" তখন মাদার তেরেজা বিভিন্ন সময় কথাটি বলেছেন, "যদি তুমি মানুষকে বিচার করতে যাও তাহলে ভালোবাসার সময় পাবে না। বাস্তবিক ক্ষেত্রে তিনি ভালোবাসার ক্ষেত্রে কোনো ধর্ম বা জাতি-বিজাতি, পাপী-তাপী, চোর-ডাকাত, পাগল কোনো কিছুকে বিচার করেন নি। সবার জন্যই তিনি তাঁর ভালোবাসার হাত প্রসারিত করেছেন। তিনি বিচার করে ভালোবাসার সময়গুলো নষ্ট করেননি। বরং যেখানে যখন সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই তিনি ভালোবাসাপূর্ণ সেবা দিয়েছেন। তিনি এই কথাটি সর্বদা নিজ জীবনে বলতেন **"গতকাল চলে গেছে, আগামীকাল এখনো আসেনি, আমাদের জন্য আছে আজকের দিন, এখনই ভালো কাজ করার উপযুক্ত সময়।"** ব্যক্তিগত জীবনে খারাপ কাজ করে অনেকে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে থাকে যে, আজকে করে ফেলি, ভালো কাজ করার আরো সময় আছে। আগামীকাল থেকে শুরু করা যাবে। অথচ আগামীকাল যে আমাদের জন্য অনিশ্চিত তা আমরা অনেক সময় চিন্তা করি না। আমরা অনেক সময় এই কথাও বলি, আমি তো এখনো ছোট কিংবা কম বয়সী ছেলে/মেয়ে জীবনের অনেক সময় আছে ভালো কাজ করার/ভালোবাসার। তাই মাদার তেরেজার ভালোবাসার জীবন এবং তাঁর বাণী আমাকে/আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, আমরা যেন এখন থেকেই ভালোবাসা ও সেবার কাজ শুরু করি।

ঐশবাণীকে নিজ জীবনে ধারণ করেছেন বিধায় তিনি সেবিকা রূপে পরম বাণী অর্থাৎ পরম পিতার কাছে নিজেকে নিবেদন করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমি ঈশ্বরের হাতের একটি ছোট পেন্সিল যার দ্বারা ঈশ্বর পৃথিবীতে ভালোবাসার চিঠি লিখছেন।" অর্থাৎ এর মধ্য দিয়ে আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে, তিনি ঈশ্বরের হাতে সম্পূর্ণরূপে নিবেদিতা। ঈশ্বর তাঁর মধ্য দিয়ে ভালোবাসার সকল কাজ করিয়ে নিবেন এই ছিল ঐশ বাণীর ধারক মাদার তেরেজার পূর্ণ বিশ্বাস। প্রকৃতপক্ষে, পরম পিতা এই সেবিকার মধ্য দিয়ে ভালোবাসার কাজগুলো করিয়ে নিয়েছেন। পৃথিবীতে ভালোবাসার চিঠি লিখে গেছেন এবং লিখে যাচ্ছেন আজ অবধি। লিখে যাচ্ছেন এই অর্থে যে, মাদার তেরেজার ভালোবাসা ও সেবার আদর্শ যখন আমাদের আজও প্রভাবিত করে এবং আমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও সেবার মনোভাব গড়ে তোলে। ঐশবাণীর ধারক মাদার তেরেজার সেবার জীবন এবং দৃশ্যমান মানুষের প্রতি তাঁর যে ভালোবাসাপূর্ণ সেবা এই সবই আমাদের প্রতি মহান স্রষ্টার অপার ভালোবাসা। মাদার তেরেজার ভালোবাসাপূর্ণ জীবনই হলো আমাদের প্রতি মহান ঈশ্বরের চিঠির সারাংশ বা মূলকথা। ঈশ্বরের লেখা ভালোবাসার চিঠি যা রচনা হলো মাদার তেরেজার সেবার জীবন। তাঁর লেখা এই চিঠি আজও মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। ভালোবাসা ও সেবার নাম উচ্চারিত হলেই মাদারের মুখ ভেসে ওঠে বিশ্ববাসীর প্রাণে। মাদার তেরেজার পর্ব পালনে মাতা মণ্ডলী আমাদেরকে আহ্বান করছেন আমরাও যেন ঐশবাণীকে অন্তরে ধারণ করে ঈশ্বরের হাতের একেকটি ছোট পেন্সিল হয়ে উঠি। যার মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে ভালোবাসার আরও চিঠি লিখতে পারব।

ঐশবাণীকে আপন করে নিজ অন্তরে ধারণ করেছেন বিধায় তিনি ঐশবাণীর সারকথা জীবনে পূর্ণ করেছেন। ঈশ্বরকে সর্বশক্তি দিয়ে এবং প্রতিবেশিকে নিজের মতো করে ভালোবাসাই ছিল ঐশবাণীর সারকথা। সেবার জীবনে তিনি মানুষকে দিয়েছেন হৃদয়ের ভালোবাসা। তিনি নিজের হৃদয়ে যিশু হৃদয়ের ভালোবাসাকে উপলব্ধি করেছেন আর সেই হৃদয় দিয়েই তিনি লাখো মানুষের সেবা করেছেন। তাঁর হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা দিয়ে তিনি লাখো মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতে পেরেছেন। যিশুর পবিত্র হৃদয় যেমন পবিত্র এবং সর্বজনীন তেমনি মাদারের হৃদয়ও ছিল সর্বজনীন। তাঁর হৃদয়ে সবাই ভালোবাসার আশ্রয়টুকু পেতেন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই মাদারের কাছে ভালোবাসাপূর্ণ সেবা পেয়েছে। তিনি কেবল সেবাই করতেন না বরং হৃদয় দিয়ে সেবা করতেন। তাই তো সেবা গ্রহণকারীরা নিজেদের অন্তরেও প্রতিনিয়তই মায়ের স্পর্শ অনুভব করতে পেরেছিল।

মাদার তেরেজা নিজেই বলেছেন, "কেবল সেবা নয়, মানুষকে দাও তোমার হৃদয়। হৃদয়হীন সেবা নয় তারা চায় তোমার অন্তরের স্পর্শ।" বাস্তবিক ক্ষেত্রেও তিনি তা বাস্তবায়ন করেছেন সর্বজনকে হৃদয় দিয়ে সেবা ও ভালোবাসার মধ্য দিয়ে তিনি গরীব, দুঃখী, অভাবী, বস্তিবাসী, রোগাক্রান্ত মানুষের সেবা করেছেন সর্বশক্তি দিয়ে এবং পরম মমতায় যখন পরিত্যক্ত ঐশ সন্তানদের কোলে তুলে নিয়ে ভালোবাসায় আগলে রেখেছেন, দিয়েছেন ভালোবাসাপূর্ণ সেবা তখন সেখানে তিনি অনুভব করেছেন পরম ঐশবাণী স্বয়ং যিশুকে।

রাস্তাঘাটে কিংবা বস্তির অলিতে-গলিতে যখন অসহায়, অভাবী, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত এবং পরিত্যক্ত মানুষকে দেখেছেন, সেবা করেছেন তখন তিনি অনুভব করেছেন যিশুর এই অমৃতবাণী- "যা কিছু তুমি করেছো এই তুচ্ছতম ভাইয়ের প্রতি তা তুমি করো আমার প্রতি এবং যা কিছু তুমি করো নি এই তুচ্ছতম ভাইয়ের প্রতি, তা তুমি করো নি আমার প্রতি *(মথি ২৫:৩১-৪৬)*।

তাই মাদার তেরেজার এই পর্ব পালনের দিনে তাঁর মধ্যস্ততায় মঙ্গলময় পিতার কাছে প্রার্থনা করি, আমরাও যেন মাদার তেরেজার ন্যায় ঐশবাণীকে নিজেদের অন্তরে ধারণ করতে পারি এবং সকলের কাছে যেন আমরাও আমাদের সেবা ও ভালোবাসা দ্বারা ঐশবাণী স্বয়ং খ্রিস্টকে প্রকাশ করি। আসুন প্রিয়জনেরা ঐশবাণীকে ধারণ করে তা বহন করে নিয়ে যাই বিশ্বের কাছে॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১। পবিত্র বাইবেল

বিজ্ঞ/২০২/২৪

বাঙালির হৃদয়ে মাদার তেরেজা

অন্নয় খ্রীষ্টফার কস্তা

মাদার তেরেজা জন্মসূত্রে ছিলেন আলবেনিয়ান, নাগরিকত্বের অধিকারে তিনি হলেন ভারতীয়, তার বিশ্বাসে তিনি একজন কাথলিক সন্ন্যাসিনী, আর সেবার জীবনে এবং হৃদয় মনে তিনি একজন বাঙালি। বর্তমান সময়ে এক অনন্য নাম, এক মহান ব্যক্তিত্ব মাদার তেরেজা। তাঁর মহান সেবা, তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসার জন্য আজ তিনি বিশ্ব মাঝে নন্দিত। মাদারের জীবন কালে তাঁর সেবা, জীবন আচরণে অনেক কিছু ছিল যা আমাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মাদারের সেবার একটি বড় অংশ এই বাঙালিরা। তাই মনোভাবের দিক থেকে তাঁকে পুরোপুরি বাঙালি বললে ভুল হবে না। কলকাতায় মাদারের বিভিন্ন সেবাকেন্দ্র সমন্ধে ইন্টারনেট থেকে ও কয়েক জন সিস্টারদের সঙ্গে আলাপ করে মাদারের বাঙালি চেতনার একটি স্পষ্ট ধারণা পেয়েছি। নিম্নে তা সংক্ষেপে প্রকাশ করছি।

কর্মজীবনের সূচনায় বাঙালি পরিবারে মাদার: ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট ৩৮ বছরের সিস্টার তেরেজা লরেটো সিস্টার সম্প্রদায় ত্যাগ করে মাত্র ৫ টাকা নিয়ে তাঁর নতুন যাত্রা আরম্ভ করেন। আমরা শুনে সত্যিই গর্বিত হবো যে মাদারের প্রথম আশ্রয়দাতা ছিলেন বাংলাদেশের একটি বাঙালি পরিবার। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর মি. মাইকেল গমেজ এবং মিসেস আগ্নেশ গমেজ ছিলেন মাদারের প্রথম আশ্রয়দাতা। মাদারের নতুন প্রেরণ যাত্রার কথা শুনে তাদের একটি কক্ষ মাদারের জন্য ছেড়ে দেন। একদিন ফাদার প্লাসিড প্রশান্ত রোজারিও সিএসসি বৃদ্ধা আগ্নেশ গমেজের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় তিনি শ্রদ্ধানতভাবে বলেন, আজ আমরা খুবই আনন্দিত, কেননা মাদারের জন্য আমি সামান্য কিছু করার সুযোগ পেয়েছি। আমার স্বামীর চাকুরির জন্য তখন আমরা স্ব-পরিবারে কলকাতায় নিজ বাড়িতে থাকতাম। যুবতী মাদার যখন তাঁর মহান উদ্যেশ্যের কথা আমাদের জানালেন তখন আমাদের দ্বিতীয় তলাটি তার জন্য ছেড়ে দিলাম। তিনি প্রথমে শিক্ষাদানের মাধ্যমে তাঁর কাজ আরম্ভ করেন। শিক্ষাদানের ফাঁকে ফাঁকে তিনি রাস্তায় রোগীদের সেবা করতেন। আমি এবং আমার মেয়েও মাঝে মাঝে তাঁকে সাহায্য করতে যেতাম। কয়েকদিন পরেই তিনি উৎসাহিত মেয়েদের তাঁর কাজে আহ্বান জানালেন। ফলে কিছু বাঙালি মেয়ে তাঁর ডাকে সাড়া দিল। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ছিল মাদারের এবং আমাদের জন্য খুবই আনন্দের দিন। কেননা ঐ দিন পোপ দ্বাদশ পিউস মাদারের স্থাপিত এমসি সংঘকে আনুমোদন দান করেন।

এরপর দেখলাম মাদারের উৎসাহ উদ্দীপনা যেন আরও বেড়ে গেল। সেবার জীবনে মাদার যেন আরও নবীন আরও আত্নত্যাগী হয়ে উঠলেন। এসব কথা ভেবে সত্যিই আজ আমি আনন্দিত।" এমনি করে সেই বাঙালি পরিবারে মাদার ৩টি বছর অতিবাহিত করেন।

মাদারের সহভগ্নি বাঙালি তরুণী: মাদার জীবনাদর্শ, নিঃস্বার্থ সেবা এবং কাজের পরিধি দেখে অনেক উৎসাহী তরুণী তাঁর সহকর্মীরূপে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ

করেন।" মাদারও তাদের সাদরে অভিনন্দন জানান। দেখা গেল উৎসাহী তরুণীদের মধ্যে বাঙালিদের সংখ্যাই বেশী। কর্মী সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকলে মাদারের একটি বড় গৃহের প্রয়োজন দেখা দিলো। ৩ বছর পরে ২৮ জন সহভগ্নিকে নিয়ে মাদার নতুন স্থানে তার গৃহ স্থানান্তর করলেন।

বাসগৃহ বাঙালি মাদার: মাদারের আধ্যাত্মিক অনুশীলন অনেকটাই ছিল বাঙালি পদ্ধতিতে। বসার আসন, উপাসনায় বাংলা ভাষার ব্যবহার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা ও কৃষ্টির এক সুন্দর প্রকাশ মাদারের জীবনে ফুটে ওঠে। মাদার হাউজের বড় প্রার্থনা গৃহে প্রার্থনারত মাদারের একটি প্রতিমূর্তি রয়েছে। ছালার চট ভাজ করে মাদার ধ্যান করতেন। তিনি প্রায়ই বাংলায় কথা বলতেন। বাঙালি খাবারের প্রতিও মাদারের বেশ আগ্রহ ছিল।

বাঙালিদের সেবায় মাদার: মাদারের সেবার একটি বড় ক্ষেত্র এই বাঙালিরা। নতুন সেবার জীবনের সূচনায় তিনি বেছে নিয়েছিলেন বাঙালি দরিদ্র অসহায় মনুষগুলিকে। যদিও তার সেবার মধ্যে কোন জাতি, ধর্ম, বর্ণ ছিল না; তথাপি অবস্থান অনুসারেই বাঙালিরা প্রাধান্য পেয়েছে। আমি ধন্য কারণ নারিন্দা পবিত্র ক্রুশ প্রার্থীগৃহে থেকে অনেক বার সুযোগ হয়েছে প্রৈরিতিক কাজে তেজগাঁও এ অবস্থিত মাদার তেরেসা সিস্টার হাউজে এবং পরবর্তীতে এমসি হাউজ ইসলামপুরে কাজ করার। সেখানে আমি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করেছি।

১) সকল প্রকার রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া।

২) রাস্তায় পড়ে থাকা অবহেলিত শিশুদের প্রাথমিক পাঠদান এবং

৩) প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ সেবাদান।

শহরের ফুটপাতে পরে থাকা শিশু এবং কিশোর কিশোরীদের নিয়ে সিস্টাররা বাইরের কিছু সচেতন মানুষ দ্বারা শিক্ষা দিয়ে থাকেন যা আমার মনে খুবই দাগ কেটেছে। সেখানে প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ সেবা ও যত্ন দেওয়া হয়। প্রতিবন্ধীরা যেখানে অবহেলিত ও লাঞ্ছিত হয় কিন্তু সেখানে তারা যেন একা স্বর্গীয় স্থানে বাস করেছে। সিস্টারগণ এভাবে সেবা দিয়ে ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা লাভ করে থাকেন।

বাঙালি শরণার্থীদের আশ্রয় মাদার: বিভিন্ন সেবা কেন্দ্রের মধ্যে "শান্তি-ধাম" নামে ভারতে একটি সেবা কেন্দ্র রয়েছে। এই গৃহেই রয়েছে আমাদের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের এক করুণ দৃশ্য। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর লক্ষ লক্ষ মানুষ এ দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তখন পালাতে গিয়ে পথিমধ্যেই অনেকে প্রাণ হারায়, কেউবা রোগে-শোকে কিংবা ক্ষুধার জ্বালায় মৃত্যুবরণ করে। অসংখ্য ছেলে মেয়ে পিতা মাতাকে হারিয়ে এতিম অসহায় পড়ে। যুদ্ধের ভয়াবহতায় চোখের সামনে আপনজনের মৃত্যুতে অনেকেই মানসিক ভারসাম্য হারায়। ভারত সরকার এ ধরণের মানুষদের আশ্রয় দেন বিভিন্ন জেলখানায়। এদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়াতে সরকার মাদার তেরেজাকে অনুরোধ করেন যেন তিনি সকল রোগীদের জন্য কিছু একটা করেন। মাদারও আনন্দের সঙ্গে এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে

তাদের জন্য একটি জমির আবেদন করলে সরকার তাকে পরিত্যক্ত বিশাল এই জমিটি দান করেন। অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও মাদার গৃহটির আংশিক কাজ সমাপ্ত করে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে রোগীদের জন্য কাজ আরম্ভ করেন। বর্তমানে এখানে রোগীর সংখ্যা ২৩০ জনের বেশি। রোগীদের মধ্যে অনেকের বাড়ী বাংলাদেশে। তারা নিশ্চিত জানে না কোথায় তাদের ঠিকানা, কেইবা তাদের পিতা-মাতা। তাইতো তাদের ঠিকানা, তাদের শেষ আশ্রয় মাদার তেরেজা। সেখানে রয়েছে মহিলা এইডস রোগীদের আবাসস্থল। রোগীদের চূড়ান্ত মুহূর্তে এই গৃহে আশ্রয় দিয়ে বেশির ভাগই কয়েক মাসের মধ্যে ধরাধাম ত্যাগ করেন। তথাপি জীবনের শেষ মুহূর্তে তারা একটু ভালোবাসার স্পর্শ অনুভব করে শান্তিতে বিদায় নেয়। এই হলো সেবার মহত্ত্ব, খ্রিস্টীয় ভালোবাসার পূর্ণতা।

সোনার বাংলায় মাদার: স্বাধীনতা যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাংলাকে সহায়তার জন্য আর্চবিশপ গাঙ্গুলী কলকাতায় মাদার তেরেজাকে মিশনারী প্রেরণের আহ্বান জানায়। আর্চবিশপের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ২১ জানুয়ারি মাদার তেরেজার নেতৃত্বে চার জন সিস্টার এবং দু-জন নার্স কলকাতা থেকে ঢাকা এসে পুরাতন ঢাকায় আমপট্টিতে 'শিশু ভবন' স্থাপন করেন। প্রথমে তারা বর্বর পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা ধর্ষিতা নারী ও তরুণী এবং গর্ভপাত শিশুদের সেবা যত্ন ও পূনর্বাসন কাজ আরম্ভ করেন। সেই থেকে আজ অবধি হাজার হাজার বাঙালি মাদারের গঠিত আশ্রমগৃহে থেকে সেবা পেয়ে নিজেদের ধন্য মনে করছেন। মাদার নিজে কয়েকবার এ দেশে এসে দেশের প্রতি তাঁর সিস্টারদের প্রতি এবং বাংলার মানুষদের প্রতি তাঁর অসীম ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। বর্তমানে বাংলাদেশে ৪টি ধর্মপ্রদেশে মাদারের সিস্টারগণ সেবারত রয়েছেন।

কলকাতায় বাঙালি হৃদয়ে মাদারের স্থান: মাদার তেরেজা জন্ম সূত্রে আলবেনিয়ার মানুষ হয়েও আপন করে নিয়েছিলেন কলকাতাকে, বাঙালি কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং বাংলা ভাষাকে। তাইতো আজ কলকাতায় স্থান বিশ্বের মাঝে সুপরিচিত। মাদারকে নিয়ে আজ পুরো ভারতবর্ষের মানুষ গর্বিত ও আনন্দিত। রাষ্ট্রীয় দিক থেকেও মাদারের বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে, শহরের কেন্দ্রস্থল পার্কস্ট্রিটে মাদারের ৩ ফুট উঁচু ২ শত কেজি ওজনের ব্রোঞ্জের প্রতিমূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। আমার জানা মতে কিছু কিছু সড়কের নামকরণ করা হয়েছে মাদারের নামানুসারে। মাদারকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ভাষায় বেশ কিছু গানের এবং চলচিত্রের ক্যাসেট রয়েছে। তাই সার্বিক দিক থেকে কলকাতায় বেশির ভাগের অন্তর জুড়েই রয়েছে মাদার তেরেজা। পরিশেষে বলতে চাই, বিশ্ব মাঝে যুগ যুগ ধরে প্রেরিত বিভিন্ন মহামানবদের মতই মাদার তেরেজা এ যুগের এক মহামানব, এক যুগান্তকারী আদর্শ। তাঁর হৃদয়ে শুধু বাঙালিদের স্থান বলে তাঁর সেবার পরিধিকে সীমিত করা কোন ভাবেই ঠিক হবে না। তবুও বাস্তবতার নিরিখে বা চিন্তাচেতনায় বাঙালির একটি বিশেষ স্থান ছিল। তাই আসুন এই মহান ব্যক্তির জীবন নিয়ে শুধু গর্ববোধ বা স্মৃতিচারণ না করে এ যুগের অসংখ্য অবহেলিত, নির্যাতিত, অসহায় মানুষদের প্রতি আমাদের ভালোবাসার হাত প্রসারিত করি। তবেই একদিন আমরা হয়ে উঠতে পারব মাদার তেরেজার আদর্শে এক নিঃস্বার্থ সেবক, সেবিকা।

A sacrifice to be real
Must cost, most hurt,
The fruit of silence is prayer
The fruit of prayer is faith
The fruit of faith is love,
The fruit of love is service
The fruit of service is peace .
--- St. Teresa of Calcutta

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: ফাদার প্রশান্ত রোজারিও সিএসসি

জাপানে জব ও স্থায়ী বসবাসের অপূর্ব সুযোগ

জাপানে টোটাল প্যাকেজে ১০০% নিশ্চয়তা দিয়ে কাজ করা হচ্ছে। সুযোগটি খুবই সীমিত সময়ের জন্য। আগ্রহী প্রার্থীরা অতি সত্তর যোগাযোগ করুন।

Student Visa: Canada, Australia, USA, UK, Schengen Countries, Japan, South Korea তে Study Visa প্রসেস করছি।

Work Permit Visa: অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ড, পোল্যান্ড, রোমানিয়া, ক্রোয়েশিয়া, বুলগেরিয়া, লিথুয়ানিয়া সার্বিয়া, আলবেনিয়া, মেসিডোনিয়াসহ আরো বেশ কয়েকটি ইউরোপিয়ান দেশের Work Permit ভিসা প্রসেসিং করা হয়।

Visit Visa: আমরা অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে Canada,Australia, USA, UK, Japan ও ইউরোপের সেনজেন ভুক্ত দেশ সমূহের ভিজিট ভিসা প্রসেস করছি (No Visa, No Payment চুক্তি ভিত্তিতেও আমরা কাজ করি)।

আমরা Student Visa ও Visit Visa-র জন্য Financial Sponsorship ও Bank Support-র বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকি।
বি. দ্র.: বর্তমানে স্বপরিবারে Canada-Australia ও USA যাবার সুবর্ণ সুযোগ চলছে।

খ্রিস্টান মালিকানা দ্বারা পরিচালিত আমরাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাদের Foreign Admission & Visa Processing-এ দুই দশকের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে।

Global Village Academy
STUDY ABROAD CONSULTANTS

Head Office:
House-11 (2nd Floor), Road-2/E, Block-J, Baridhara, Dhaka-1212
+88 01827-945246
+88 01911-052103
globalvillageacademybd
info@globalvillagebd.com

বিজ্ঞ/২০৬/২৪

আর্চবিশপ গাঙ্গুলীকে কাছ থেকে দেখা

ফাদার আলবাট রোজারিও

আমাদের হাসনাবাদ ধর্মপল্লীতে সাধু ডন বস্কো নামে একটি ক্লাব ছিল। প্রয়াত সিস্টার আগষ্টা স্কুল পড়ুয়া ছোট ছেলেদের জন্য এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমিও এই ক্লাবের সদস্য ছিলাম। বিভিন্ন উপলক্ষে সিস্টার আগষ্টা আর্চবিশপকে নিমন্ত্রণ করে আমাদের ক্লাবে আনতেন। আমরা অনেক খুশি হতাম। তিনিও আমাদের মাঝে আসতে পেরে খুব খুশি হতেন। যিশুর মতই তিনি আমাদের কাছে টেনে নিতেন। তার কাছে যেতে কোন বাধা ছিল না। তার মনটাও ছিল শিশুর মত সহজ ও সরল। আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর কর্মময় জীবনকালে আমি স্কুল পর্যায়ের ছাত্র ছিলাম। তাই গির্জা ও সেমিনারীতে অনেকবারই তার সাথে দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। সেই অল্প বয়সেই বুঝতে পেরেছি যে তিনি ছিলেন

একজন ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষ। তিনি তার পুরো জীবনটাই ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করেছিলেন। তাকে দেখে মনে হতো কত প্রশান্ত, সিগ্ধ ও সুখী একজন মানুষ।

সাধু-সাধ্বীদের মতই তিনি জীবনের দুঃখ-কষ্টগুলি কোন অভিযোগ না করেই সহ্য করেছেন। গরীব-দুঃখীদের প্রতি ছিল তার পিতৃসুলভ যত্ন ও ভালোবাসা। তিনি ছিলেন পরিশ্রমী ও কাজের মানুষ। ক্লান্তি জিনিসটা তার মধ্যে দেখা যায়নি।

আমরা যারাই তার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা করেছি বুঝতে পেরেছি কত সাদামাটা জীবনযাপন তিনি করতেন। তার সান্নিধ্যে এসে সব পর্যায়ের মানুষই আনন্দ ও তৃপ্তি পেত। তিনিও সবাইকে সাদরে গ্রহণ করতেন এবং তাদের মঙ্গল কামনা করে আশীর্বাদ দিতেন।

ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ গাঙ্গুলী হলেন একজন সাধু ব্যক্তি, সকলের বন্ধু ও পিতা। তাকে স্পর্শ করলে যেন মনে হতো যিশুকেই স্পর্শ করছি। তিনি একজন গভীর আধ্যাত্মিক মানুষ, যিশুখ্রিস্টের যোগ্য উত্তরসুরী। আমরা বিশ্বাস করি স্বর্গের দূতগণ ও সাধু-সাধ্বীগণ তাকে স্বর্গে উন্নীত করেছেন।

ছোট বেলা থেকেই আর্চবিশপ গাঙ্গুলী ছিলেন ভদ্র, নম্র, বাধ্য, বুদ্ধিমান ও সুশৃঙ্খল জীবনের অধিকারী। তাকে দেখলে মনে হতো যেন স্বর্গের দূত। জীবনে কারো সাথে তিনি কখনো রাগ করেন নি। তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয় মানুষ। ছাত্র হিসাবেও খুব মেধাবী ছিলেন। তার চারিত্রিক গুণাবলী দেখে সকলে মুগ্ধ হয়ে যেতো। তিনি মানুষকে অনেক শ্রদ্ধা করতেন ও মর্যাদা দিতেন। তিনি যেমন সবাইকে ভালোবাসতেন, মানুষও তাকে অনেক ভালোবাসতেন। অভাবী ও বিপদগ্রস্ত মানুষের প্রতি তিনি ছিলেন দয়াশীল।

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর দিনটা আমাদের সকলের জন্যই অনেক শোক, দুঃখ ও বেদনার। সেদিন আমরা সকলেই এসেছিলাম তার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাতে। আমাদের সকলের চোখ বেয়ে সেদিন গড়িয়ে পড়েছিল অশ্রু। একজন পিতা হারানোর শোকে আমরা ছিলাম ভারাক্রান্ত, বিপর্যস্ত। কারণ তিনি ছিলেন একজন ক্ষমাশীল পিতা। উদাহরণস্বরূপ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে শহীদ ফাদার ইভান্সকে যখন পাকিস্তানী আর্মিরা গুলি করে মেরে ফেলে তখন তার মনটা যদিও খুবই খারাপ ছিল তারপরও ফাদারের হত্যাকারীদের তিনি অন্তর দিয়ে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। মানুষের ভাল-মন্দ সব সময়ে পাশে থেকেছেন, সমর্থন দিয়েছেন। এতই উদার ছিল তার মন। যারা পাপে নিমজ্জিত ছিল তাদের মন পরিবর্তনের জন্য তিনি প্রার্থনা করতেন। আমরা আশা ও প্রার্থনা করি ঈশ্বর আমাদের যাচনাসকল পূর্ণ করবেন। ঈশ্বর খুব শীঘ্রই তাকে সাধু শ্রেণীভুক্ত করবেন। তিনি যেন তাড়াতাড়ি সাধু ঘোষিত হন আমরা অব্যাহতভাবে প্রার্থনা করে যাব।

আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি'র স্বরণে

ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি

ঈশ্বরের ইচ্ছাতে এসেছিলে তুমি ভবে'
জন্মে ছিলে ঢাকার হাসনাবাদ গ্রামে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে
পিতা নিকোলাস আর মাতা রোমানা গাঙ্গুলীর
কোল জুড়ে।
তিন ভাই-বোনদের মধ্যে তুমি ছিলে দ্বিতীয়,
ছিলে তাদের অতি আদরের,
যিশুর প্রিয় শিশু।
যিশুর তরে সঁপেছিলে নিজেকে মনপ্রাণ উজার করে,
প্রথম ব্রতগ্রহণ করেছো ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে
পবিত্র ক্রুশ যাজক সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে।
আজীবনের তরে নিজেকে উৎসর্গ করেছ,
যিশু মারীয়া ও যোসেফ পবিত্র পরিবারের কাছে,
শেষ ব্রতগ্রহণ করে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে।
যাজক হয়ে তুমি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলে
অসহায়, গরীব দুঃখী মানুষদের ভালোবেসে,
তাইতো তুমি যাজকীয় জীবনে অভিষিক্ত হলে ৫ জুন,
১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে।
তুমি বিশপ হয়ে নেতৃত্ব দিয়েছো
ঢাকার খ্রিস্টভক্তদের
তাইতো তুমি সেবকের মত বিশপের ব্রত
করেছো বরণ ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে।
আর্চবিশপ হয়ে তুমি ধরেছো নেতৃত্বের হাল,
সেবক রূপে নিজেকে করেছো দান
ঢাকা ধর্মপ্রদেশের তরে।
তুমি রক্ষা করেছো অনেকের প্রাণ,
৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতার সময়ে,
পরের তরে নিজেকে করে দান
ছেড়ে গেছো আমাদের, চলে গেছো স্বর্গধামে
১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে।
ঈশ্বরের সেবক হয়েছো তুমি ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে
আসবে তুমি সাধু রূপে এ ভব মাঝারে,
আমরা তোমার প্রিয় সন্তান
আছি তারই অপেক্ষাতে।
দরিদ্রতার ব্রতের প্রতি সম্মান রেখে,
নিজের সম্পদ তুলে দিয়েছো
জাতির পিতার হাতে
তাইতো তুমি এখন আছো হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান
সবার আপন হয়ে।
সেতু বন্ধন গড়বে তুমি স্বর্গলোকের সাথে
সেই বিশ্বাস নিয়ে করছি প্রার্থনা
আমরা সবাই দিনে রাতে,
তোমার গৌরব হোক
প্রকাশিত হও তুমি আবার সাধু রূপে,
এ ভব সংসারে ও মানবের অন্তরে।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাসযোগ্য পৃথিবী

সাগর কোড়াইয়া

সম্প্রতি বাংলাদেশের জনগণ দেশব্যাপী বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন দেখতে পেয়েছে। ছাত্র বা যুব সমাজ চাইলে কি না করতে পারে। এই আন্দোলন হওয়ার পিছনে যুব সমাজের প্রতি শাসক শ্রেণীর অবহেলা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিয়ে না ভাবার কারণ দুটি অন্যতম বলে মনে করি। সমাজের প্রতি স্তরে নানা ধরণের অনিয়ম, দুর্নীতি বাসা বেঁধেছিলো। যুব সমাজ সেগুলো পরিষ্কার করে একটি টেকসই ও যথাযথ সমাজ প্রত্যাশা করে, যেখানে থাকবে না কোন প্রকার বৈষম্য। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে প্রতিটি শাসক গোষ্ঠী সে কথা বেমালুম ভুলে যায়। যুব সমাজ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। সরকার পতনের মতো বড় একটি ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে বাংলাদেশের ছাত্র তথা যুব সমাজ।

যুবরা যেমন ভাঙ্গতে জানে তেমনি গড়তেও জানে। কয়েকদিন পূর্বে ছাত্ররা রাস্তার ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেছে। অনেকে আবার রাস্তায় জমে থাকা ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কারে ব্যস্ত। অনেককে দেখলাম সড়ক বিভাজনের স্থানগুলোতে ফুলের চারা রোপণ করছে। সব কাজগুলোই সঠিক এবং সুন্দর। ছাত্ররা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো, যে দেশ, প্রকৃতি ও পরিবেশ শাসক শ্রেণী রেখে যায় তা বসবাসের অযোগ্য। সবাই বরং যার যার আখের গোছাতে ব্যস্ত থাকে। ছাত্ররা এমন একটি শিক্ষা দিয়ে গেল যা জোরের সঙ্গে বলছে, 'তোমরা আমাদের ভবিষ্যৎ পরিবেশকে নষ্ট করেছ'।

পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে রয়েছে বায়ু, পানি, মাটি, খনিজ পদার্থ, উদ্ভিদ এবং প্রাণী। আর এই সম্পদগুলো আমাদের সংরক্ষণ করা নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। সংরক্ষণ হলো এগুলোর যত্ন নেওয়ার অভ্যাস যাতে ভবিষ্যতে এগুলো মানুষের উপকারে আসে। তবে দুঃখের বিষয়, দিন দিন এই সম্পদগুলোর পরিমাণ কমে আসছে। মানুষের যাচ্ছেতাই ব্যবহার এর অন্যতম কারণ। আমাদের এই সম্পদগুলোকে খুব সাবধানে, দক্ষতা ও সর্বোচ্চ বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করতে হয়। প্রাকৃতিক সম্পদগুলো নবায়নযোগ্য নয়; একবার ব্যবহার করলে তা আর দ্বিতীয়বার উত্তোলন করা যায় না। তাই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে সতর্কতার বিকল্প কিছু নেই।

আমরা যখন পরিবেশকে এমনভাবে ব্যবহার করি যা নিশ্চিত করে যে, আমাদের ভবিষ্যতের জন্য সম্পদ আছে তখন তাকে টেকসই উন্নয়ন বলে। টেকসই জীবন যাপনের অর্থ হল আমাদের পছন্দ ও ব্যবহার চারপাশের বিশ্বকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা বোঝা এবং প্রত্যেকের জন্য আরো ভালোভাবে বেঁচে থাকার উপায় খুঁজে বের করে পরিবেশের ওপর বোঝা হালকা করা। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সরকার থেকে শুরু করে প্রায় সবাই প্রকৃতিকে তার স্বস্থানে কখনোই থাকতে না দিয়ে ধ্বংস করে। এই বছর প্রচণ্ড গরমে মানুষের নাভিশ্বাস উঠে যাবার অবস্থা হয়েছিলো। জনগণ একটু শীতলছায়া পাবার আশায় দিনরাত গাছের নিচে বসে থেকেছে। তবে দুঃখের বিষয়, আমি যে এলাকায় থাকি সেখানে প্রচণ্ড গরমের সময়ে মাইলের পর মাইল রাস্তার দু'পাশের বড় বড় সুবজ গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। শোনা যায়, নতুন গাছ লাগানোর জন্য কাটা হয়েছে কিন্তু আজও পর্যন্ত গাছ রোপন করা হয়নি। জানি আর হবেও না।

জুন এবং জুলাই মাসে দুইবার থাইল্যাণ্ড ভ্রমণের সুযোগ হয়েছে। সে দেশের সরকার প্রকৃতি, পরিবেশ ও জলবায়ু রক্ষায় ব্যাপক কাজ করে চলেছে। থাইল্যাণ্ড সুন্দর, পরিচ্ছন্ন একটি দেশ। রাস্তায় কোন ধরণের ময়লা-আবর্জনা নেই। আবহাওয়া বলতে গেলে বাংলাদেশের মতোই। বাংলাদেশের সাথে গাছপালা থেকে শুরু করে লতাপাতা সবই মিলে। দেশটি সবুজে ভরপুর। রাস্তঘাট প্রশস্ত এবং রাস্তায় যানজট একদম চোখেই পড়ে না। অবাক হবার বিষয়, রাস্তাঘাটে যানবাহনের হুইসেল নেই। যদি কেউ ভুলবশত তা করে তাহলে সবাই তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকায়। দেশের সম্পদ যাচ্ছেতাই ব্যবহার করার মানসিকতা থাইদের মধ্যে নেই। পানি, বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তারা বেশ সচেতন। কর্মঠ জাতি হিসাবে তাদের সুনাম রয়েছে। ভোর হতেই থাইরা কাজের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে। প্রায় সবারই নিজস্ব মোটরবাইক ও গাড়ি রয়েছে।

আমাদের সেন্টারটি চিয়াংমাই ধর্মপ্রদেশ থেকে প্রায় আশি কিলোমিটার পশ্চিমে ল্যামপংএ পাহাড়ঘেরা স্থানে অবস্থিত। একজন থাই মনফোর্ট (গাব্রিয়েল) ব্রাদার আনুরাগ বিশাল একটি জায়গা নিয়ে সেন্টারটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। সত্যি অবাক করা বিষয় হচ্ছে, সেন্টারটি প্রতিষ্ঠায় প্রকৃতির কোন প্রকার ক্ষতি করা হয়নি। বরং প্রকৃতিকে স্বস্থানে রেখেই সেন্টারটি স্থাপন করা হয়েছে। ব্রাদার গরীব ছাত্রদের এখানে রেখে পড়াশুনায় সহায়তা করেন। এই সেন্টারে ব্রাদার কফি চাষ থেকে শুরু করে অন্যান্য নানা ধরণের কাজের সাথে যুক্ত আছেন। আগামীতে ব্রাদার অনুরাগের এখানে আরো অনেক প্রকল্প স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। একদিন কথার ফাঁকে ব্রাদার বললেন, 'প্রকৃতিকে যত্ন না করলে প্রকৃতিও তোমাকে যত্ন করবে না'।

কর্মশালার একটি অংশ ছিলো তিনদিনে তিনটি গ্রামের মানুষের জীবনব্যবস্থা অভিজ্ঞতা করা। প্রথম দিন আমরা দই সাং নামক আদিবাসীদের সমন্ধে জানতে পারি। এই আদিবাসীরা পাহাড়ের উপরে বাস করে। আমার ধারণা ছিলো, বাংলাদেশের আদিবাসীদের মতো এখানকার আদিবাসীরা অনেকক্ষেত্রে এখনো পিছিয়ে। তবে আমার ধারণা ভেঙ্গে গিয়েছে। এই আদিবাসীরা সময়ের স্রোতের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে। বর্তমান সকল প্রকার প্রযুক্তির সাথে তারা পরিচিত। তবে নিজেদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলেনি। তারা নিজেদের প্রকৃতির সন্তান বলে পরিচয় দিতে ভালোবাসে। তারা মনে করে যে, তাদের এই স্থানে জীবন এবং আত্মার যত্ন নেওয়া হয়। ইতিমধ্যে এই আদিবাসীরা বৌদ্ধ ও খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা লাভ করেছে। কেউ যেন গাছ কাটতে না পারে সে লক্ষ্যে প্রতিবছর বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টধর্মের রীতি অনুযায়ী গাছের অভিষেক (ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পাহাড়ে অবস্থিত গাছগুলোতে

বাকি অংশ ১৪ পৃষ্ঠায় পড়ুন...

জলবায়ু পরিবর্তনঃ নদীর সৃষ্টি ও গুরুত্ব

অর্পা কুজুর

নব সৃষ্টির প্রত্যাশা সকল সময় সুখের এবং আনন্দের যদিও বা তা অনেক কষ্ট ও ত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত হয়। নদী একটি প্রাকৃতিক সৃষ্টি এবং জনজীবনের জন্য প্রত্যাশার একটি অমূল্য সম্পদ। কারণ নদীকে ঘিরে গড়ে ওঠে সবুজের সমারোহ যা প্রকৃতির প্রাণ এবং মানুষের বেঁচে থাকার জন্য সবুজ প্রকৃতি অপরিহার্য। নদী আমরা কাকে বলবো? পানির প্রবাহমান ধারাকেই নদী বলা যেতে পারে। সেই প্রবাহ ছোট, বড় বা মাঝারি হতে পারে অর্থাৎ ছোট নদী, বড় নদী বা মাঝারি নদী। অঞ্চল ভেদেও নদীর সংজ্ঞা আলাদা হয় যেমন বরিশালে যেটা খাল বলে বিবেচিত সেটা আবার দিনাজপুরে বড় নদী হিসেবে বিবেচনা করা হয়, আবার সিলেটে পাহাড়ী ঝর্ণা বেয়ে যে ছড়া তৈরী হয়েছে ঐ অঞ্চলে সেটা নদী হিসেবেই মনে করা হয়। অসংখ্য ছোট বড় নদীর অববাহিকায় আমাদের বদ্বীপ গঠিত। এই নদীগুলোই আমাদের দেশকে উর্বর করেছে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা করেছে। আমাদের দেশের শহর বন্দর এবং গ্রাম বাংলার বুক চিরে প্রবাহিত হয়েছে অসংখ্য নদী। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, কর্ণফুলি, ধলেশ্বরী, শীতলক্ষ্যা, তিস্তা, বুড়িগঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, আত্রাই, সুরমা, মহানন্দা, বংশী ইত্যাদি। এই প্রবাহমান নদীগুলো দেশের ভূমি মাটির রক্তপ্রবাহের শিরা উপশিরার মত। এই নদীগুলোর প্রবাহ যদি বন্ধ হয়, থেমে যায় তাহলে দেশের মাটি শুকিয়ে যাবে। দেশের বনভূমি, গাছপালা প্রাণ খুঁজে পাবে না। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির রং বিবর্ণ হবে। হারিয়ে যাবে সবুজ প্রকৃতি।

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। নদী বিহীন বাংলাদেশকে কল্পনা করা যায় না। এক সময় নদীকে ঘিরে গ্রাম বাংলার মানুষের জীবন ও সংস্কৃতি আবর্তিত হতো। আমাদের ছিল ছয় ঋতু এবং ঋতুগুলি হলো বৈশাখ জৈষ্ঠ-গ্রীস্মকাল, আষাঢ় শ্রাবণ-বর্ষাকাল, ভাদ্র আশ্বিন-শরৎকাল, কার্তিক অগ্রাহায়ন-হেমন্তকাল, পৌষ মাঘ-শীতকাল এবং ফাল্গুন চৈত্র-বসন্তকাল। গ্রাম বাংলার প্রকৃতি একেক ঋতুতে একেক রূপ ধারণ করত যা ছিল অপরূপ বৈচিত্রে ভরা। সকল ঋতুই মানুষের প্রশান্তিময় জীবন যাপনে সহায়ক ছিল। বিশেষ করে বর্ষাকালে নদীর পানিতে যে পলি বয়ে নিয়ে আসত তা ফসল উৎপাদনে ছিল বিশেষ সহায়ক। নদীর পানি সেচ দিয়ে সারা বছর চাষাবাদ করা যায়। নদী প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। প্রকৃতির বাস্তুতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নদীর গুরুত্ব অপরিসীম। নদীর অনেক অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। নদী একটি সহজলভ্য যাতায়াতের পথ। খুব সহজেই এবং কম খরচে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া যায় এবং মালামাল বহন করা যায়। মাটিকে উর্বর করে ফসল ও খাদ্য উৎপাদনে সহায়তা করে। বিভিন্ন প্রজাতির মাছ উৎপাদনে নদী ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। ইলিশ মাছ বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যায়। জল বিদ্যুৎ উৎপাদনে নদীর ভূমিকা অপরিসীম। জলবায়ু রক্ষায় নদীর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। যেখানে নদীনালা খাল বিল রয়েছে সেখানে বাতাস ঠাণ্ডা থাকে অর্থাৎ সেখানে বাতাসে পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেন থাকে। বাতাসকে খুব আরামদায়ক মনে হয় এবং শ্বাস-প্রশ্বাস সহজ ও স্বাস্থ্যকর বলে মনে হয়। নদীর পাড়ে প্রচুর গাছপালা, ঘাস এবং বনভূমি তৈরী হয় যা জলবায়ুর ভারসাম্য রক্ষায় বিশেষ অবদান রাখে। আমাদের দেশে যে সুন্দরবন রয়েছে এবং সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে অসংখ্য ছোট বড় নদী প্রবাহমান যা সুন্দরবনকে রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করছে এবং সুন্দরবনের সমগ্র প্রাণীকুলের জীবন ধারণের জন্য নদী বিশেষ ভূমিকা রাখছে। নদীর পানি বাতাসে প্রচুর জলীয় বাষ্প তৈরীতে সহায়তা করে এবং এ জলীয় বাষ্প পরে বৃষ্টিপাত তৈরীতে ভূমিকা রাখে। আর আমরা জানি সবুজ প্রকৃতি সৃষ্টির জন্য বৃষ্টিপাত কতটা প্রয়োজন। প্রকৃতি বিবর্ণ হলে জলবায়ু বিপর্যস্ত হয়, প্রকৃতি স্বাভাবিক গতিপথ হারিয়ে ফেলে এবং জলবায়ু তখন পরিবেশে সহজ ও স্বাভাবিক ভূমিকা রাখতে পারে না। পরিবেশ উত্তপ্ত হতে থাকে। এর বিপরীতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ হলো নদীর পানিতে প্রচুর গ্রীনহাউজ গ্যাস রয়েছে এবং সেগুলি হলো কার্বনডাইঅক্সাইড, মিথেন এবং নাইট্রাসঅক্সাইড গ্যাস। যখন নদীনালা খাল বিল এবং পকুরের পানি কমে যায় তখন জলাশয়ের জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল মারা যায় এবং পানি দূষিত হতে থাকে তখন এই গ্যাসগুলো বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে এবং বাতাসকে দূষিত করে। নদী একটি স্বাভাবিক প্রকৃতির অংশ সুতরাং নদী যখন তার স্বাভাবিক চরিত্র হারায় তখন অনিবার্যভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশকে দূষিত করে, ধ্বংস করে। সুন্দর পরিবেশে বেঁচে থাকা এবং সুন্দর জীবন যাপনের জন্য নদীকে সুরক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

বর্তমানে আমাদের দেশে নদীনালা খাল বিলের কোন অভিভাবক নেই। দেশের নদীনালা খাল বিলগুলো দখল ও দূষণের শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। প্রতিনিয়ত কমছে নদীর গতিপথ। নদীমাতৃক এই দেশের নদীগুলোর এখন করুণ অবস্থা। নদীগুলোর রূপ একেক সময় একেক রকম থাকে। বর্ষাকালে থাকে পানিতে ভরা আবার শীতকালে যায় শুকিয়ে। আর শুকনো মৌসুমে নদীগুলো হয়ে যায় দখল। দখল হয়ে যাওয়া নদীগুলো তখন আর নদীর অবস্থানেও থাকে না নিজের রূপেও থাকে না। নদী দখল করে ঘরবাড়ী ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তৈরীর অনেক খবর আমরা সবসময় পাই। এর সাথে আছে দূষণ। বাড়ী ঘরের সুয়ারেজের লাইন এবং কলকারখানার দূষিত পানি ড্রেন করে নদীতে ফেলা হয়। স্বাভাবিকভাবে নদীর পানি দূষিত হতে থাকে। সুয়ারেজের লাইন দিয়ে আসা এই দূষিত বর্জ্য ময়লা, নদী এবং নদীর জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদগুলোকে কিভাবে ধ্বংস করে তার একটি ছোট উদাহরণ- আমাদের সকলের বাসা বাড়ীতে হারপিক লিকুইড আছে এবং তা দিয়ে টয়লেট বাথরুম পরিস্কার করা হয় তা সবারই জানা। পরীক্ষা করার জন্য আপনি একটি কাঁচের জার (বয়োম) নিন এবং তাতে পানি দিন এবং কয়েকটি জীবিত মাছ জারে ছেড়ে দিন। যখন দেখবেন মাছগুলি পানিতে লাফালাফি করছে, সাঁতার কেটে এদিক ওদিক যাচ্ছে তখন একফোঁটা হারপিক লিকুইড পানিতে ফেলে দিন, দেখবেন মাছ সাথে সাথে মারা যাবে। কারণ হারপিক লিকুইড বিষাক্ত যা জীবানুকে ধ্বংস করার জন্য আমরা ব্যবহার করি। বাসাবাড়ীর বা কল কারখানার ময়লা আবর্জনা যখন আমরা ড্রেনের মাধ্যমে নদীতে বা অন্য কোন জলাশয়ে ফেলি তখন হাজার হাজার মেট্রিক টন হারপিক লিকুইড পানিতে প্রতিদিন মিশে যায় এবং জলজ

প্রাণী এবং উদ্ভিদের ক্ষতি করে পক্ষান্তরে আমাদের এই পরিবেশেরই ক্ষতি করে, এই বিষয়ে আমাদের ব্যাপক সচেতনতা দরকার। অপরিকল্পিতভাবে নদীর ড্রেজিং নদীকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করছে। কালভার্ট নির্মাণের কারণেও নদীর ক্ষতি হচ্ছে। সেতু এবং কালভার্টের মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে যে সেতুর নিচ দিয়ে নৌযান চলাচল করতে পারে না সেটাই কালভার্ট। আমাদের দেশে অনেক নদী আছে যেখানে ৫০০ ফুট নদীতে ৩০০ ফুট কালভার্ট বানিয়ে নদীর ২০০ ফুট আগেই ধ্বংস করা হয়। এভাবে অপরিকল্পিত সেতু, ব্রিজ, কালভার্ট বানিয়ে নদীকে ধ্বংস করা হচ্ছে যা পরিবেশের জন্য খুব ক্ষতি বয়ে আনে।

নদীর প্রাণ আছে। নদী যেদিকে বয়ে যায় সেই দিকে একটি গতিপথ তৈরী হয় এবং আশেপাশের প্রকৃতিও সবুজ হতে থাকে। তাই নদীকে সুরক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। নদীকে রক্ষা করতে হলে যা করতে হবে তা হলো- নদীর পানিতে ময়লা আবর্জনা না ফেলা। নদী দূষণ বন্ধ করা। প্লাস্টিক এবং প্লাস্টিক বোতল পানিতে না ফেলা। সুয়ারেজের লাইন বা কল কারখানার ময়লা এবং কেমিক্যাল দ্বারা দূষিত পানি ড্রেনের সাহায্যে নদীতে সংযোগ না করা। পয়ঃনিষ্কাশন এবং ময়লা আবর্জনা ব্যবস্থাপনার জন্য সেপটিক ট্যাঙ্ক নির্মাণ করা। নদী নালা খাল বিলের ধারে প্রচুর পরিমাণে গাছপালা লাগিয়ে সবুজায়ন করা যাতে বর্ষার সময় নদীর পাড়ের মাটি বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে নদীতে পড়ে নদী ভরাট হয়ে না হয়। নিয়মিত নদী ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করা। নদী সুরক্ষার জন্য স্থানীয় এবং জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং নদী ও জলাশয় সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরী নদী ও জলাশয় সুরক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নদী ও পানি প্রকৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং তা ঈশ্বরের সৃষ্টি এং এবং মানুষের বেঁচে থাকবার জন্য ঈশ্বরের মহামূল্যবান দান। আমরা ইচ্ছা করলেই নদী ও নদীর পানি সৃষ্টি করতে পারি না। নদী জলাশয় যখন ধ্বংস হয় তখন প্রকৃতির বিশেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিনষ্ট হয়। প্রকৃতি ঈশ্বরের সৃষ্টি আর সৃষ্টিকে সুরক্ষা করা শুধুমাত্র একটি নৈতিক বিষয় নয় এটি আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় বিষয়ও বটে। ঈশ্বরের সকল সৃষ্টি সৃজনশীল এবং গভীর প্রেম থেকে উৎসারিত। প্রকৃতি ঈশ্বরের দান এবং সৃষ্টিকে সুরক্ষা করা আমাদের ধর্মীয় কাজ এবং বেঁচে থাকার জন্য সুন্দর প্রকৃতি আমাদের সকলের প্রত্যাশা।

১২ পৃষ্ঠার বাকি অংশ

বৌদ্ধধর্মের সন্ন্যাসীদের ঘেরুয়া কাপড় ও খ্রিস্টধর্মের ক্রুশ বাঁধা) অনুষ্ঠান করা হয়।

আরেকটি গ্রাম খুন ত্যাই। গ্রামটি অনিন্দ্য সুন্দর। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বারোশত ফুট উচ্চতায় পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ছবির মতো বাড়িগুলোর অবস্থান। এই গ্রামে বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং ঐতিহ্যগত বিশ্বাসে বিশ্বাসী জনগণের বসবাস। গ্রামের অধিকাংশই কৃষিকাজের সাথে জড়িত। পাহাড়ের কোলে ধান, নানাবিধ সব্জী, ফল ও কফির চাষ করা হয়। অনেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথেও যুক্ত। এখানকার জনগণের মধ্যে বিশ্বাসের একটি অনুশীলন দেখে বেশ ভালো লাগলো। দুপুরের আহারের পর পাহাড়ী রাস্তা ধরে পাহাড়ের পাদদেশের ধানের জমিতে যাই। ধানের চারা রোপনের কয়েক সপ্তাহ পরে ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী চারার আশীর্বাদ অনুষ্ঠান করা হয়। স্থানীয় মিশনের একজন ফাদার আমাদের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। আমরা জমিতে পৌঁছলে ফাদার প্রার্থনা, ধর্মীয় গান এবং পবিত্র জলসিঞ্চনের মধ্য দিয়ে ধানের জমি আশীর্বাদ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

তৃতীয় দিন আমরা বান ফা মন নামক একটি পাহাড়বেষ্টিত গ্রামে যাই। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স মিশনারীরা প্রথম এই গ্রামে আসেন এবং খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন। এক সময় গ্রামটিতে খাদ্যের অভাব ছিলো প্রকট। বিশেষ করে ধান উৎপাদনে গ্রামটি পিছিয়ে ছিলো দীর্ঘ একটি সময়। তবে মিশনারীদের সহযোগিতায় গ্রামটিতে ধানের উৎপাদন বেড়েছে দ্বিগুণ। তারা ধান সংগ্রহের জন্য রাইস ম্যারিট *(Rice Merit)* নামক একটি আন্দোলন গড়ে তোলে। আর ধান সংগ্রহ করে থাইল্যাণ্ডের সেমিনারী ও গরীব এলাকাগুলোতে তা পৌঁছে দেয়। গ্রামবাসী জানান যে, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে নেপালে অনুষ্ঠিত ভূমিকম্পের সময় এই গ্রাম থেকে তারা সাহায্য পাঠিয়েছিলেন। তারা বিশ্বাস করেন যে, 'অন্যদের সাথে খাবার চাউল সহযোগিতা করা মানে জীবন সহভাগিতা করা'।

সমগ্র বিশ্বে জলবায়ু, প্রকৃতি ও পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে। এমন একটি সময় হয়তোবা আসছে যখন পৃথিবী নামক এই গ্রহে আর মানুষ বসবাস করতে পারবে না। তবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন বসবাসযোগ্য পৃথিবী পায় সেজন্য প্রত্যেকের ভূমিকা রয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি ভাল জায়গা তৈরীতে আমাদের শিক্ষিত ও সচেতন হওয়া দরকার। এছাড়াও বর্জ্য সীমাবদ্ধ, বায়ুমণ্ডলীয় নির্গমন সীমিতকরণ, বিষাক্ত রাসায়নিক এড়িয়ে চলাসহ আরো নানাবিধ পদক্ষেপ গৃহীত হতে পারে। তবে দেশের প্রত্যেক সরকারের উচিত পরিবেশ, প্রকৃতি ও জলবায়ুকে ধ্বংস না করে সকল শ্রেণীর জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলা।

মা-মারীয়ার জন্মতিথি ও সেনাসংঘ দিবস

আগামী ৮ সেপ্টেম্বর, রবিবার মা-মারীয়ার জন্মতিথি ও **'সেনাসংঘ দিবস'**। মা-মারীয়ার জন্মদিন মারীয়ার সেনাসংঘের জন্য একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন। তাই বাংলাদেশের সকল সেনাসংঘের সদস্য-সদস্যা ভাইবোনদের যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করার জন্য ঢাকা কমিশিয়ামের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

মা-মারীয়ার জন্মদিন ও সেনাসংঘ দিবস সকলের জন্য বয়ে আনুক শান্তি সমৃদ্ধি ও মা মারীয়ার আশীর্বাদ।

ধন্যবাদান্তে,

ঢাকা কমিশিয়ামের সকল
সদস্য-সদস্যাবৃন্দ
ঢাকা, বাংলাদেশ

বিঃদ্রঃ *প্রত্যেক প্রেসিডিউম একত্রে তাদের সদস্য ও সদস্যাদের নিয়ে আনন্দের সাথে মা-মারীয়ার শুভ জন্মদিন উদ্‌যাপন করবেন।*

বিজ্ঞ/২০১/২৪

ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদ

ড. ফাদার মিন্টু লরেন্স পালমা

ট) পালকীয় পরিষদ এর সদস্য

তিনভাবে এর সদস্যপদ লাভ করা যায়

১. পদাধিকারবলে (*Ex-Officio/ipso iure*)

* পাল-পুরোহিত

* সহকারী পাল-পুরোহিত

* ডিকন (Permanent Deacon) যে সব দেশে বা ধর্মপ্রদেশে এই ডিকনগণ রয়েছে;

* নির্দিষ্ট Mission Catechist

[স্কুলের প্রধান বা ধর্মসংঘের প্রধান বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রধান Ex-Officio সদস্য হতে পারে না।]

২. নির্বাচিত সদস্য/ বাছাইকৃত (Elected /Selected Members)

* অর্ধেক সদস্য (About half of the total member) ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে আসবে।

* নির্বাচিত বা বাছাই এর ক্ষেত্রে অবশ্যই কারো জাত, পেশা বা সামাজিক মর্যাদা দেখা হয় না বরং তাদের জীবন যাপনের দৃষ্টান্ত ও গুণাবলীগুলো গুরুত্ব পাবে।

* যতদূর সম্ভব ভোটদানের মাধ্যমে সদস্য নির্বাচন পরিত্যাগ করা উচিত। এর পরিবর্তে ধর্মপল্লীর স্থানীয় বিশ্বাসীভক্তদের মাধ্যমে যোগ্য ব্যক্তির নাম প্রস্তাব ও সবার সর্বজনীন সমর্থনে সদস্য নির্বাচনের বা বাছাইয়ে কাজ সম্পন্ন করা।

* যুবক-যুবতী ও মহিলাদের প্রতিনিধির সদস্যপদ এর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

* বর্তমান বাস্তবতায় অভিবাসী এবং শ্রমজীবী দিকটাকে এই ক্ষেত্রে নজর দিতে হবে;

৩. মনোনীত ব্যক্তি (Nominated Members)

* Parish Priest (পাল-পুরোহিত) নির্দিষ্ট কয়েকজনকে স্বাধীনভাবে পরিষদের সদস্য পদ দিতে পারেন। এই সদস্যদের বিশেষ গুণাবলী ও গ্রহণযোগ্যতাগুলো বিবেচনায় রাখতে হবে।

* সদস্যদের (নির্বাচিত ও মনোনীত) অবশ্যই লিখিত ভাবে তাদের মনোনয়ন থাকতে হবে।

* পাল পুরোহিতের সাথে পরামর্শ করে ধর্মপাল ধর্মপল্লীর দু'জনকে তার মনোনীত সদস্য হিসাবে দিবেন।

ঠ)সদস্যদের গুণাবলী (Qualifications)

১. কাথলিক মণ্ডলীর পুর্ণ সদস্য

ক) দীক্ষিত কাথলিক;

খ) কাথলিক মণ্ডলীতে পূর্ণ সদস্য পদ;

২) শাস্তিমুক্ত হতে হবে: ১) মণ্ডলীচুত (Excommunication)

২) মণ্ডলীর আধ্যাত্মিক সংস্কার গ্রহণ থেকে বঞ্চিত (Interdict)

৩) সাময়িক বরখাস্ত (Suspension)

৩) সদস্যকে অবশ্যই ১৮ বছর পূর্ণ হতে হবে;

৪) ধর্মপল্লীতে কম পক্ষে ১ বছর স্থানীভাবে বসবাস করছে;

৫) দৃঢ় বিশ্বাসী, দুরদর্শী নৈতিক ও বিশ্বাসের জীবন আদর্শ ব্যক্তিত্ব (ক্যানন ৫১২);

৬) জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে, সুনাম রয়েছে (ক্যানন ৫১২) ;

৭) সেবা কাজ ও স্বেচ্ছাসেবক কাজে উৎসাহী ও আত্ম নিবেদিত (ক্যানন ৫১২);

ড) সদস্য সংখ্যা (Strength of the Council)

* Statutes অনুসারে হবে;

* খ্রিস্ট বিশ্বাসীর সংখ্যা অনুসারে নয় তবে বিশ্বাসী সমাজে বর্তমান বিভিন্ন ও বিচিত্র জীবন অবস্থা (the diverse states) ও Charism অনুসারে;

* তাছাড়া এই সংখ্যা ধর্মপল্লীর পালকীয় কাজের প্রয়োজনীয়তার দিক বিবেচনা করে যথাযথভাবে পূরণ করার জন্য যা দরকার সেটাও বিবেচনায় রেখে নির্ধারণ করা (ক্যানন ৫১১);

* সংখ্যা খুব ছোট নয় আবার খুব বড় নয়;

* প্রস্তাবিত নিম্নে ১৫ এবং উর্ধ্বে ৪০ সদস্য;

ঢ) গঠনতন্ত্র (Constitution and team)

১) নির্বাচন হওয়ার পর তা বিশপের বা পালকের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সদস্যদের শপথ গ্রহণ করতে হবে;

২) পরিষদের সদস্য হিসাবে সেবা দেওয়ার কার্যকাল হলো তিন বছর এবং পরবর্তী একবারের জন্য নবায়নযোগ্য; বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে পরিষদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে একটা নির্দিষ্ট কাল বর্ধিত করতে পারেন;

৩) যখন ধর্মপল্লীতে নতুন পালকীয় পরিষদ গঠন করা হয় তখন পাল-পুরোহিতকে সেইসব সদস্যদের নামসহ তা বিশপের কাছ থেকে অনুমোদিত হতে হবে;

৪) কোনরূপ যথাযোগ্য কারণ এবং যথাসময়ে জ্ঞাপন ছাড়া পরপর তিনটা মিটিং-এ যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে তার সদস্যপদ হারাবে;

৫) যখন কোন সদস্য কোন নিয়ম বহির্ভূত কাজ, খ্রিস্টীয় শিক্ষা এবং আদর্শ বিরোধী কোন আচরণ-এর জন্য তার সুনামহানি এবং জনগণের কাছে বিশ্বাসে পীড়াদায়ক হয় তখন পালপুরোহিত অন্যান্য পরিষদ সদস্য-সদস্যাদের সাথে আলোচনা করে তাকে পরিষদ থেকে বাদ দিতে পারেন; এখানে যথাযথ প্রক্রিয়ানীতি অবলম্বন করতে হবে;

৬) পরিষদের বাকী কার্যকালের জন্য ১ মাসের মধ্যে আর একজন সদস্য গ্রহণ করে সেই শুন্যপদ পূরণ করা;

৭) বিশেষ গুরুতর কারণের জন্য পালপুরোহিতের পরামর্শ ও অনুরোধক্রমে বিশপ এই পরিষদ বিলুপ্ত করে দিতে পারেন; কিন্তু পরবর্তী এক বছরের মধ্যে আবার নতুন পরিষদ গঠন করতে হবে;

৮) বিশপের অনুমতি নিয়ে গুরুতর কারণের জন্য পালপুরোহিত মাত্র ছয় মাসের জন্য এই পরিষদ স্থগিত করে রাখতে পারেন;

৯) ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদ ৩ বছরের জন্য গঠিত হবে কখনো ধর্মপল্লী পালকশূন্য হলে এই পরিষদ অস্তিত্ব শূন্য হয় না।

ণ) পরিষদ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব (Office Bearers)

১) সভাপতি

আইন অনুসারে পাল-পুরোহিতই সভাপতি;

তিনিই মিটিং পরিচালনা করবেন;

তিনিই এজেন্ডা তৈরী ও মিটিং ডাকবেন;

তিনিই সিদ্ধান্ত নিবেন ও অনুমোদন দিবেন;

তিনিই বিশপের কাছে জবাবদিহি থাকবেন;

বিশেষ দু'টো কারণের জন্য পালক এই সভাপতিত্বের দায়িত্বের অধিকার রাখেন; প্রথমত: হলো ঐশতাত্মিক: বিশপের দায়িত্বের অধীনস্ত হিসাবে তিনি পালক, তাই সে তার ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্ত সমাজের জন্য ঐশবাণী এবং খ্রিস্টযাগের নিগুঢ় রহস্য উদযাপনের সভাপতিত্ব করার জন্য সক্ষম (দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা, পূণ্য উপাসনা, নং ৪২), তাই যথাযথভাবেই আইনগত অধিকারবলেই পরিষদের সভাপতিত্বের এই কাজ, যার ভূমিকা হলো ধর্মশিক্ষা এবং পবিত্রকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ ও সম্পাদন কাজ। দ্বিতীয়ত: পালকীয়: ক্যানন ৫১৯ অনুসারে বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত পালক ('Proper Pastor') হিসাবে যার সর্বোচ্চ দায়িত্ব হলো খ্রিস্টভক্তদের পালকীয় যত্ন, যা ধর্মপল্লীর পরিষদের সাহায্যে সেই পালকীয় পরিকল্পনা হয়ে থাকে। ক্যানন ৫১৯: পাল-পুরোহিত হলো ধর্মপল্লীর খ্রিস্টবিশ্বাসীদের পালকীয় সেবাযত্ন দানের জন্য ধর্মপ্রদেশের বিশপ কর্তৃক বৈধভাবে নিয়োগ প্রাপ্ত প্রধান যাজক। তিনি সহকারী যাজক, ডিকন ও নির্দিষ্ট বিশ্বাসীবর্গের সহায়তায় খ্রিস্টভক্তদের সেবা কাজ পরিচালনা করেন।

২) সহ-সভাপতি

* পরিষদের সদস্যদের দ্বারা পরিষদের মধ্য থেকে একজনকে সর্বসম্মতভাবে (Unanimous voice) সহ-সভাপতি বাছাই বা নির্বাচন করবেন;

* তিনি সভাপতির সকল কাজে সাহায্য করবেন এবং পাল-পুরোহিতের অনুপস্থিতিতে পাল পুরোহিতের অনুমতিক্রমে মিটিং পরিচালনা করবেন;

৩) সেক্রেটারী

পালপুরোহিত পরিষদের সদস্য/সদস্যাদের সাথে পরামর্শ করে সদস্য/সদস্যাদের মধ্য থেকে একজন সেক্রেটারী নিযুক্ত করবেন: তার কাজ হলো:

* পালপুরোহিতের অনুমতিক্রমে মিটিং এর ব্যবস্থা করা;

* তিনি কার্যবিবরণী বহিসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দলিলাদি রক্ষনাবেক্ষণ এবং রেকর্ড করবেন;

* প্রয়োজন অনুসারে পালকীয় কর্মকাণ্ডগুলো বিভিন্ন সময়ে, হয় ঘোষণা বা বিভিন্ন প্রকাশনীর মাধ্যমে খ্রিস্টভক্তদের কাছে তুলে ধরা, যোগাযোগ করা;

* পালকীয় পরিষদের বার্ষিক রিপোর্ট প্রস্তুত করা;

(এখানে কোন কোষাধ্যক্ষ প্রয়োজন পরে না যেহেতু পালকীয় পরিষদ কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় ধর্মপল্লীর অর্থ কমিটি থেকে যা পালক তার কমিটির মধ্য দিয়ে তা পরিচালনা করেন)

ত) পরিষদ সভা বা মিটিং (Meetings)

* বছরে কমপক্ষে ৪ টা মিটিং হতে হবে;

* পালকীয় প্রয়োজনে আরো অতিরিক্ত মিটিং ডাকতে পারেন;

* অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতি আবশ্যক।

* মিটিং-এ পরিষদ সদস্য/সদস্যাদের উপস্থিতি রেজিষ্ট্রারে অবশ্যই রাখতে হবে;
* বিশেষ সুপারিশ হলো: মিটিং অবশ্যই প্রার্থনা ও বাইবেল পাঠের মাধ্যমে শুরু করতে হবে;

* Quorum Absolute Majority (Half + One)

* এটা বিশেষভাবে সুপারিশ থাকবে যেন কোন একটা বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছতে হলে যেন সদস্যদের ঐক্যমত (Consensus decision) হয়; যখন সভাপতি কোন একটা বিষয়ে সিদ্ধান্তের আহ্বান জানাবেন তখন তা হতে পারে তা কণ্ঠভোট বা হাত উত্তোলনের মাধ্যমে;

থ) নির্বাহী কমিটি (Executive Committee)

* সভাপতি, সহ-সভাপতি, সেক্রেটারী এবং উপ-কমিটি থেকে দু'জন বা তিনজন নিয়ে একটা নির্বাহী কমিটি গঠিত হবে;

* নির্বাহী কমিটি মিটিং-এর এজেন্ডা তৈরী করবেন; পরিষদের এবং উপ-কমিটির কাজকর্মগুলো দেখবেন;

* জরুরী পরিস্থিতিতে যখন পূর্ণ পরিষদ নিয়ে মিটিং করা যাবে না তখন এই নির্বাহী কমিটি মিটিং করতে পারেন এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারেন;

দ) উপ-কমিটি (Sub-committee)

পালকীয় পরিষদ এর কার্যক্রম বাস্তবায়িত করার জন্য উপ কমিটি অপরিহার্য। ধর্মপল্লীর পালকীয় সর্বোচ্চ যত্নের জন্য প্রয়োজন অনুসারে যতটা দরকার উপ-কমিটি গঠন করতে পারে। তবে পালকীয় যত্নের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিষদ গঠনতন্ত্রে এই নিদের্শনা থাকবে। বিশেষ করে তিনটা কর্মক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে উপ-কমিটি হবে

ক) বাক্য, শিক্ষা প্রচার (Word Committee); খ) প্রার্থনা উপাসনা (Worship Committee); এবং গ) পরিচালনা ও সেবাকাজ (Works of Charity Committee);

প্রস্তাবিত কমিটি

উপরোল্লেখিত তিনটা ক্ষেত্রকে রেখেই আরো যা হতে পারে। যেমন: শিক্ষা কমিটি; ধর্ম শিক্ষা কমিটি; যুব কমিটি; ন্যায় ও শান্তি কমিটি; পরিবার জীবন কল্যাণ কমিটি; উন্নয়ন কমিটি; সংলাপ কমিটি, অর্থ কমিটি;

* প্রতিটা উপ-কমিটিতে খ্রিস্টভক্তদের মধ্য থেকে যারা বিশেষভাবে সেই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ, দক্ষ তাদের যেন গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেই সাথে উপরোল্লিখিত '৮ নং সদস্যদের গুনাবলী' বিষয়গুলো (Qualifications) বিবেচনায় রাখতে হবে;

* প্রতিটা উপ-কমিটির আহ্বায়ক পালকীয় পরিষদের সদস্য হতে হবে;

* উপ-কমিটির কাজ হলো পালকীয় পরিষদের সিদ্ধান্ত ও পরামর্শগুলো বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা করা এবং তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ধ) সংশোধন (Amendment)

ধর্মপল্লীর বাস্তবতা, প্রয়োজন অনুসারে যদি যথাযোগ্য ও উপযুক্ত মনে হয় তাহলে এই বিধিবদ্ধ আইনের সংশোধন করতে পারে, তবে তা বিশপ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

আসলে ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদ ক্ষমতার ক্ষেত্র নয়, সেবার; আর্থিক লাভের ক্ষেত্র নয় বরং দেবার, নামে মাত্র সদস্য নয় বরং কর্ম-কাজে যেকোন সময়ে সহজলভ্য থাকার, বিতর্কিত কোন ভূমিকায় নয় বরং ন্যায় ও সত্যে এবং জনমঙ্গলের স্বার্থে দাঁড়াবার।

পালকীয় পরিষদ সার্বজনীন মণ্ডলীর সাথে সংযুক্ত থেকে স্থানীয় ক্ষুদ্র পল্লীমণ্ডলী হিসাবে এর সামগ্রিক উন্নয়ন তথা ধর্মবিশ্বাস-চর্চা ও আধ্যাত্মিক যত্ন, উপাসনিক অনুশীলন কার্যক্রমে সহায়তাদান, মানবিক, নৈতিক, সামাজিক, ধর্মশিক্ষা ও দীক্ষা ক্ষেত্রে পালককে পালকীয় সহায়তা দান করাই এর মুলমন্ত্র ও দায়মন্ত্র।

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা

THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD., DHAKA

(স্থাপিত ঃ ১৯৫৫ খ্রিঃ রেজিঃ নং-৪২/১৯৫৮/ Estd. 1955, Regd. No. 42/1958)

[illegible]/২০২৪-২০২৫/০৮ | তারিখ: [illegible], ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

ক্র. নং	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
০১	[illegible] (চুক্তিভিত্তিক)	০২	[illegible]	[illegible]	[illegible]/-	- [illegible] ২.৫ [illegible]। - C#, ASP.NET, MVC, jQuery এবং JavaScript এ [illegible]। - [illegible] (OOP) [illegible]। - [illegible]।
০২	[illegible] (চুক্তিভিত্তিক)	০২	[illegible]	[illegible]	[illegible]	- [illegible] ২.৫ [illegible]। - C#, ASP.NET, MVC, jQuery এবং JavaScript এ [illegible]। - [illegible] (OOP) [illegible]। - [illegible]। - [illegible]।
০৩	[illegible] (চুক্তিভিত্তিক)	০১	[illegible]	[illegible]	[illegible]	- [illegible] ২.৫ [illegible]। - [illegible]। - [illegible]। - [illegible]। - [illegible]।

[illegible]

০১। [illegible]।
০২। ০২ (দুই) [illegible]।
০৩। [illegible]।
০৪। [illegible] (NID) [illegible]।
০৫। [illegible]।
০৬। [illegible]।
০৭। [illegible]।
০৮। [illegible]।
০৯। [illegible]।
১০। [illegible] ২০২৪ [illegible]।
১১। [illegible] www.cccul.com [illegible]।

[illegible]

[illegible]

এখন বিপ্লবদের সময়

মিল্টন রোজারিও

বিপ্লবরা এখন খুব ব্যস্ত। বৈষম্যহীন আন্দোলন করছে ওরা। রাত দিন কাজ করতে হচ্ছে ওদেরকে। বিপ্লবের মা ছেলের এই কাণ্ড দেখে হতবাক। ভাবে, যে ছেলেকে দিয়ে ঘরের কোনো কাজ করাতে পারি না আজ সেই ছেলে একমুহূর্ত ঘরে থাকছে না। দিন নাই রাত নাই সব সময় ঘরের বাহিরে ব্যস্ত। বিপ্লবের মা আরো ভাবে, এখন দেশে ছাত্রদের বৈষম্যহীন যে বিপ্লব চলছে, এতে ছেলেটা ঘরে থাকেই বা কি করে! ওর বন্ধুরা সবাই রাস্তায় মাঠে। দেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এখনও ঠিকমত নিজেদেরকে গুছিয়ে উঠতে পারে নাই। রাত্রে আমরা ঠিক মত ঘুমাতে পারি না ডাকাতের ভয়ে। দিনে হচ্ছে লুটপাট। কি যে একটা অবস্থা বলে বুঝানো যাবে না। ছেলেটা আমার কেমন ছিল, বিপ্লব যেন পুরো বিপ্লবী হয়ে উঠলো। ঈশ্বর যা করেন ভালোর জন্যই করেন। ভাবছিলাম ছেলেটা আমার সারা দিন ভার্সিটিতে পড়ে থাকে। ঘরে থাকলে কোনো কাম কাইজ করেনা। কি যে হবে ওকে নিয়ে। এমন সময় বিজয় আসে। বিপ্লব কে ডাকে। বিপ্লবের মা বলে, বিপ্লব তো ঘরে নাই বাবা। সংগ্রাম আসছিলো, ওর সাথে বের হয়ে গেছে। বিজয় বলে, ঠিক আছে মাসিমা, আমি তাহলে যাই। বিপ্লবের মা বিজয়কে ডেকে বলে, বিপ্লব কোথায় গেছে তুমি জান? হ মাসিমা। আমার আসতে দেরি হয়ে গেছে। আমাগো একটা জরুরি মিটিং আছে স্কুল ঘরে। বিপ্লব ঐখানেই আছে। দেশে যেভাবে লুটপাট, ভাঙচুর, ডাকাতি হচ্ছে। তাই আমরা সবাই বসে একটা মিটিং করবো আজকে। যাই দশটার সময় মিটিং হবার কথা। পৌনে দশটা বাজে। বিজয় স্কুলে এসে দেখে সবাই এসে গেছে। জয় বলছে, আমাদের এই বিপ্লব কে নস্যাৎ করতে দেশে দুষ্কৃতিকারীরা শহরে গ্রামে ডাকাতি শুরু করেছে। লুটপাট করছে, ভাঙচুর করছে, নিরাপত্তার জন্য থানায় এমনকি ট্রাফিক পুলিশও নাই রাস্তায়। আমাদের সব দিক দেখতে হচ্ছে। কাজেই আমাদের আরো সচেতন হতে হবে। সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে হবে। প্রতিটি পাড়ায় মহল্লায় গ্রামে গঞ্জে ছাত্রদের নেতৃত্বে প্রতিরক্ষা কমিটি গঠন করে দিনে রাস্তায় এবং রাত্রে আমাদের প্রতিটি পাড়ায়, মহল্লায়, গ্রামে পাহাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মানুষের মনে একটা আস্থা স্থাপন করতে হবে। তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। আমি দেশের ছাত্র ভাইদের উদ্দেশে বলছি। তোমরা সবাই নিজ নিজ এলাকায় সাধারণ জনগণকে সঙ্গে নিয়ে শান্তি নিশ্চিত করবে। আমরা সবাই এই দেশের মানুষ। আমরা সবাই ভাই ভাই। কে হিন্দু, কে মুসলিম, কে বৌদ্ধ, কে খ্রিস্টান- আমাদের কোনো জাতিভেদ নাই। আমরা সবাই মানুষ। ধর্ম যার যার, দেশ আমাদের সবার। আমরা দেশ সংস্কারে নেমেছি। বৈষম্য দূর করতে নেমেছি। কারো বিরুদ্ধে খুন-খারাবি করতে নয়। কারও বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে নয়। এই দেশ আমাদের সবার। এই দেশের সব সম্পদ আমাদের। কোনো সরকারের নয়। সরকার আসবে, সরকার যাবে। কিন্তু এই সম্পদ থাকবে আমাদের জন্য। দেশের সম্পদ ধ্বংস করা, লুটপাট করা গর্হিত এবং দণ্ডনীয় অপরাধ। কাজেই আমরা যখনই দেখবো কেউ এই দেশের সম্পদ ধ্বংস করছে, লুটপাট করছে, তখনই আমরা সবাই রুখে দাঁড়াব। আমরা কি ঐসব দুষ্কৃতিকারীদের রুখে দাঁড়াতে পারবো? উপস্থিত সবাই বলে ওঠে, হ্যাঁ। পারবো। এমন সময় বিজয় স্লোগান দিয়ে ওঠে, "বৈষম্যহীন আন্দোলন", সবাই বলে, সফল হোক, সফল হোক।

দুপুরে সবাই খাওয়া দাওয়া সাড়ে। কিন্তু বিপ্লবের মা ছেলের জন্য বসে থাকে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যায় ছেলে ঘরে ফেরে। মা জিজ্ঞেস করে, বিপ্লব তুই খাবি না? বিপ্লব মায়ের কথায় আশ্চর্য হয়। বলে, খাবোনা মানে! এখনতো সন্ধ্যা, আমিতো সেই দুপুরে খেয়েছি মা। তুমি খাওনাই? খাই বাবা। মা তুমি আমার জন্য একদম চিন্তা করবে না। বাবা, তুমি মাকে বুঝাতে পারো না ? সারা দিন কত কাজ করতে হচ্ছে আমাদের। এখনই আমাকে আবার বের হতে হবে। আমি কি তোমাদের চিন্তা করবো, না দেশের চিন্তা করবো! বিপ্লবের বাবা বলে, না বাবা, তোমাকে আমাদের চিন্তা করতে হবে না। তুমি যা করছো করে যাও। আমরা আছি তোমাদের সাথে। রাত্রে বিপ্লবের ৬৫ বছরের বাবাও ক্লাবের ছেলেদের সাথে ডাকাত তাড়াতে পাহারায় বের হয়। চারদিকে সবাইকে বলে দেয়া হয়েছে। ডাকাতের কোনো সংবাদ পেলে যেন মসজিদের মাইকে সবাইকে জানিয়ে দেয়া হয়। যাদের বাড়িতে সাইরেন আছে বার বার বাজানো হয়। এখন শহরে এবং গ্রামের সবাই সচেতন। আমরা এমনই একটা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বাংলাদেশ চাই। বৈষম্যহীন সোনার বাংলা চাই।

বাস্তবতার পাসওয়ার্ড

সিস্টার লাইলী রোজারিও আরএনডিএম

আমাদের মানবজীবনে চিন্তার মননশীলতার উর্ধ্বে যা অনিবার্য সত্য, যা ঘটমান, তাই বাস্তবতা। আর সেই বাস্তবতার কাঙ্খিত বা অনাকাঙ্খিত ধারাবাহিকতার মুহূর্তগুলো আমাদের জীবনের অদৃশ্যমান রং বেরংয়ের পাসওয়ার্ড। হ্যাঁ এই পাসওয়ার্ডটা আমাদের জীবনের ব্যক্তিগত কিছু নয় বরং এটা একান্ত ভাবেই শুধু বাস্তবতার। কারণ জীবনের যাপিত বিভিন্ন সময়গুলোকে যখন বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে উপলব্ধি করি বা

মূল্যায়ন করি তখন দেখি যে, অনেক সময়ই যা আমাদের কল্পনাতীত হয়তোবা তাই বাস্তবে মূর্তমান। অর্থাৎ বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে বিমূর্তমান অবস্থানে আমাদের বসবাস। জীবনের এই কোনঠাসা পরিস্থিতিগুলোই একেকটা পাসওয়ার্ড। যা অনিশ্চিত, অভাবনীয় বা অচিন্তনীয়। যা আমাদের জীবনে শুধু কিছু ঘটে যাওয়ারই নামান্তর। পাসওয়ার্ড হলো বাস্তবতা।

বাস্তবতা কেন্দ্রিক মানুষ আমরা। অনেকে বলে বাস্তবতাকে মেনে নাও। তাই থেমে নেই জীবন নামের এই চক্র। আমাদের এই জীবন, হোক প্রতুলতার উর্ধ্বে বা হোক শূন্যতার মুক্তাঙ্গনে, আমরা মেনে নিচ্ছি বা মানিয়ে নিচ্ছি পরিস্থিতির সাথে, সময়ের সাথে হাত মিলিয়ে হোক, সমাজের মানুষের সাথে বেঁচে থাকার অভিপ্রায়ে হোক, কিংবা বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে হোক। চলেছি তো চলছিই। সে পথ চলা হোক না বিভিন্ন জনের সমন্বয়ে বা একান্ত একাকী কোন নির্জন প্রান্তরে। কিন্তু বাস্তবতার হাতছানি আমাদের প্রতিনিয়তই ইশারা দিচ্ছে জীবনের দ্বারপ্রান্তে।

দিনের শুরু থেকে সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্ত এমনকি ঘোর আধাঁরেও হয়ত মনঃবীনায় বেজে ওঠে একই সুর কিভাবে শুরু করব আগামী দিনের পথচলা। চিন্তার আবেশে মগ্ন থাকলেও বাস্তবতার কাছে হার মানতে হয় পরিশেষে। তাই মেনে নেওয়াটাই হলো বাস্তবতার পাসওয়ার্ড।

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু

একবার আমেরিকার মিসিসিপি নদীতে একটি যাত্রীবাহী স্টিমার নিমজ্জিত হয়ে পাথরের সাথে প্রচণ্ড ধাক্কা খেল এবং ডুবতে শুরু করল। যাত্রীদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। ভয়ে যাত্রীরা এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে লাগল। মাত্র চার ভাগের এক ভাগ যাত্রী লাইফবোট নিয়ে স্টিমার থেকে নেমে পড়ল। বাকী লোকেরা তাদের জামা কাপড় ও জুতা খুলে সাঁতরিয়ে নদীর পারে উঠে জীবন বাঁচাল।

স্টিমারটি এক সময় উল্টে গেল। তখন দেখা গেল একটি লোক স্টিমারের ডেকের মধ্যে নড়াচড়া করছে। শেষে সে এক টুকরা কাঠ নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু সে এক টুকরো পাথরের মতো পানিতে তলিয়ে গেল। তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হলো। তার কোমরে বাঁধা সোনা ভর্তি একটি থলি পাওয়া গেল। এ স্বর্ণের থলির ভারে সে ডুবে মারা গেল। অন্যেরা যখন জীবন বাঁচানোর জন্য ব্যস্ত ছিল, সে তখন অন্য শ্রমিকদের বাক্স ভেঙ্গে স্বর্ণ চুরি করছিল। এ স্বর্ণই তাকে নদীর তলদেশে ডুবিয়ে মারল। অন্যের স্বর্ণ চুরি করে সে ধনী হতে চেয়েছিল। তার নিকট জীবনের চেয়ে অর্থের মূল্য ছিল বেশি। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

- টনি কেসল্

(গল্পে গল্পে নীতি শিক্ষা)

ফাদার জর্জ কমল রোজারিও সিএসসি

প্রযুক্তির ব্যবহার

সপ্তর্ষি

দিনের লগ্নে ঐ শোনা যায় মন্দির,
মসজিদ, গীর্জাতে
এসো সবে সৃষ্টিকর্তার ভবনে
তাঁর নাম কীর্তনে
ভোর বেলাতে ক্লান্ত সবাই
অসচেতন প্রযুক্তি ব্যবহারে।
শিক্ষা নীতিতে এসেছে
নতুন এক আন্দোলন
পড়াশুনাতে করো ব্যবহার
মোবাইল-কম্পিউটার
পড়ার ফাঁকে ছাত্র-ছাত্রী করছে
প্রযুক্তি অপব্যবহার।
অফিস-আদালত,
মিটিং বা আলাপ আলোচনাতে
প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে খেয়াল নেই
পাশে কি হচ্ছে
নিজের ধ্যানে ব্যস্ত সবাই
একটি যন্ত্র হাতে নিয়ে।
শিশু থেকে যুবা বৃদ্ধ সবাই
মেতেছে প্রযুক্তি ব্যবহারে
যন্ত্র ব্যবহারে মানুষ
ঘর বন্দী একাকীত্বের থেকে
পুরানো সংস্কৃতি প্রায় হারিয়ে
যাচ্ছে প্রযুক্তি অপব্যবহার।
প্রযুক্তি ব্যবহারে নেই কোন ভয়
উন্নতির কাজে
জীবন চলার সকল সময়ে
আর সমস্যা সমাধানে
নিষ্ঠা যদি থাকে সবে
প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

খ্রীষ্টিনা স্নেহা গমেজ
হলিক্রস গালর্স হাই স্কুল

এ্যথিনা এঞ্জেলিনা গমেজ
হলিক্রস গালর্স হাই স্কুল

চড়াখোলায় স্বর্গোন্নীতা মারীয়ার পর্ব পালন

নিজস্ব প্রতিবেদক: গত ২৩ আগস্ট শুক্রবার চড়াখোলা গ্রামে ফাদার উইস স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বর্গোন্নীতা মারীয়ার পর্ব আনন্দ উৎসবের মধ্যদিয়ে পালন করা হয়। পর্বের তিন দিন পূর্ব হতেই খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে ত্রি-দিবসীয় বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। পর্বদিনে সকাল ৮:৩০ মিনিটে এসে উপস্থিত হন প্রধান অতিথি ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারি বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ। আনন্দ গীতির মধ্য দিয়ে মহামান্য বিশপকে পুষ্পমালা পড়িয়ে স্বাগত জানানো হয়। সকাল ৯ টায় পর্বীয় মহাখ্রিস্টযাগ শুরু হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ। তাঁকে সহায়তা করেন তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার যাকোব স্বপন গমেজ ও ফাদার সুমন কস্তা ।

খ্রিস্টযাগের উপদেশ বাণীতে বিশপ মহোদয় চড়াখোলাবাসীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, "চড়াখোলায় নতুন গির্জা হচ্ছে আপনাদের প্রচেষ্টায় এটা আনন্দের সংবাদ। তিনি আরও বলেন, চড়াখোলা গির্জার নামকরণ করা হয়েছে 'স্বর্গোন্নীতা মারীয়ার গির্জা'। মারীয়া স্বর্গদূতের কথায় 'হ্যাঁ' বলে সম্মতি প্রকাশ করেছেন। আজীবন তিনি শত দুঃখ কষ্টের মাঝেও ঈশ্বরের কাজকে বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করেছেন। শত বিপদেও যেন আমরা মায়ের আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমাদের স্বর্গে যেতে হলে মায়ের মত জীবন যাপন করতে হবে। নিজেদের সন্তানদের আমরা যেন ঐশরাজ্যের প্রচারক হিসেবে গড়ে তুলতে পারি।

খ্রিস্টযাগের শুরুতেই ফাদার যাকোব তুমিলিয়া ধর্মপল্লী এবং চড়াখোলা গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে বিশপ মহোদয়কে স্বাগত জানান। তিনি ধন্যবাদ দেন যারা পর্বের কাজে সহায়তা দিয়েছেন, নভেনার এবং পর্বের দিনে সকল ভক্তের আনন্দপূর্ণ অংশগ্রহণের জন্য।

খ্রিস্টযাগের শেষে আশীর্বাদিত পর্বীয় বিস্কুট ও ছবি বিতরণ করা হয়। পরে নতুন বিশপ মহোদয়কে গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। চড়াখোলা সততা সংস্থাও ফুলেল শুভেচ্ছা জানান বিশপ মহোদয়কে। বিশপ মহোদয় সবাইকে ধন্যবাদ দেন।

সংবর্ধনা পরবর্তী সময়ে চড়াখোলা সততা সংস্থার কার্যালয়ে মায়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে গির্জা নির্মাণের অবশিষ্ট কাজের দ্রুত অগ্রগতির জন্য প্রার্থনা করা হয়। একইসাথে চড়াখোলা গির্জা বাস্তবায়নের প্রাথমিক উদ্যোক্তা চড়াখোলা প্রবাণী কল্যাণ সমিতি, কুয়েতসহ সহযোগি জীবিত ও মৃত ব্যক্তিবর্গকে বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়।

মধ্যাহ্ন ভোজের পর বিশপ মহোদয় নতুন গির্জার কাজ পরিদর্শন করেন। কাজের অগ্রগতি সম্বন্ধে তাকে অবগত করেন ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার যাকোব গমেজ।

মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে পুণ্য উপাসনা বিষয়ক সেমিনার

দিগন্ত গমেজ: "পুণ্য উপাসনা হচ্ছে সর্বোচ্চ শিখর যেখান থেকে ঝর্ণাধারার মতো স্বর্গীয় পিতাঈশ্বর আমাদের উপর তাঁর শত অনুগ্রহ ঢেলে দিয়ে আমাদের ধন্য করেন"- বলেন মথুরাপুর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরী, গত ২৩ আগস্ট ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে আয়োজিত পুণ্য উপাসনা বিষয়ক দিনব্যাপী এক সেমিনারে। সেমিনারের মূলসুর ছিল: 'অংশগ্রহণকারী মণ্ডলীতে পুণ্য উপাসনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ'। এতে অংশগ্রহণ করেন সর্বমোট ৫৫ জন খ্রিস্টভক্ত।

উদ্বোধন প্রার্থনা ও নৃত্যের মধ্য দিয়ে সেমিনার শুরু হয়। শুভেচ্ছা বক্তব্যে পাল-পুরোহিত অংশগ্রহণকারী সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং সেমিনারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে সকলকে অবগত করেন। মূলসুরের উপর বক্তব্য প্রদান করেন সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার উত্তম রোজারিও। তিনি অংশগ্রহণকারী মণ্ডলী গঠনে পুণ্য উপাসনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের নানা দিক ও বিষয়সমূহ উপস্থাপন করেন এবং বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর জন্য উপাসনা অনুষ্ঠানের নীতিমালা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করেন।

'পুণ্য উপাসনায় সক্রিয় অংশগ্রহণে বাণীপাঠক ও বেদীসেবকদের ভূমিকা ও গুরুত্ব' সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন ফাদার সুরেশ পিউরীফিকেশন। ধর্মপল্লীর উপাসনায় খ্রিস্টভক্তগণের অংশগ্রহণ বাড়াতে তাদের মধ্য থেকে উপযুক্ত কয়েকজনকে বাছাই করে বাণীপাঠক ও বেদীসেবক পদে তাদের অধিষ্ঠিত করার উপায় সম্পর্কে তিনি তার বক্তব্যে জোর দেন।

মুক্তালোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কয়েকজন পুণ্য উপাসনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্পর্কে নিজেদের মতামত, পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা উত্থাপন করেন। এছাড়া কয়েকজন অংশগ্রহণকারী উপাসনা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে প্রশ্ন করলে ফাদারগণ তাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। পরিশেষে, পাল-পুরোহিত সমাপনী বক্তব্যে সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। মধ্যাহ্ন ভোজের মাধ্যমে সেমিনারের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

আলীকদম মারীয়া ক্রেডিট ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক সাধারণ সভা

সিস্টার এলিজাবেথ ত্রিপুরা এলএইচসি: আলীকদম মারীয়া ক্রেডিট ইউনিয়ন ত্রি-বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ২০ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে। বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন মহামান্য আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি, চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ, ড. ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ সিএসসি, সিস্টার রিনা পালমা এলএইচসি, সুপিরিওর জেনারেল ফাদার বিজয় রিবেরু ওএমআই, ফাদার হেরোদ মণ্ডল ওএমআই, সিস্টারগণ, সম্মানীত অতিথীবৃন্দ ও সদস্যগণ।

অদ্যকার ত্রি-বার্ষিক সাধারণ সভায় সর্বমোট ১৪০ জন সদস্যার মধ্যে ৫০ জন সদস্যা বার্ষিক সভায় উপস্থিত হয়েছেন। সভায় বিশেষ অতিথী ড. ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ সিএসসি তার বক্তব্যে, ছোট ছোট সঞ্চয় সমিতি গঠনের বিভিন্ন দিক ও কলা কৌশল সম্পর্কে সহভাগিতা করেন, যার মাধ্যমে আমরা উপকৃত হতে পারি এবং আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারি। অতপর বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথী মহামান্য আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি পবিত্র বাইবেলের আলোকে বিশ্বস্ত কর্মচারীর উপমা কাহিনীর মধ্য দিয়ে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, প্রত্যেক সদস্যকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে। তিনি আরো বলেন " ল্যাটিন শব্দ ক্রেডো থেকে ক্রেডিট শব্দের উৎপত্তি । ক্রেডো বা ক্রিড মানে বিশ্বাস। সুতরাং এই ক্রেডিটের প্রত্যেক সদস্যকে বিশ্বস্ত থাকা আবশ্যক। ইহকালে বিশ্বাসীদের সমবায় বিশ্বস্ত থাকতে পারলে তবে পরকালে সিদ্ধগণের সমবায়ে মিলিত হতে পারবে। অতপর ত্রি-বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতি সিস্টার রিনা পালমা এলএইচসি উপস্থিত সকলকে ত্রি-বার্ষিক সভায় উপস্থিত থেকে সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে ত্রি-বার্ষিক সাধারণ সভা সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের যুব যাজকদের (অভিষেকের ১-৫ বছর) সভা

ফাদার লিয়ন রোজারিও: বিগত ১২-১৩ আগস্ট ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের যুব যাজকদের ত্রি-মাসিক সভা হয় পবিত্র পরিবারের ধর্মপল্লী, দড়িপাড়াতে। উক্ত সভায় মডারেটর ফাদার বুলবুল রিবেরু, পাল-পুরোহিত ফাদার কাজল পিউরিফিকেশন।

১২ আগস্ট যুব ফাদারগণ বিকেল চারটায় দড়িপাড়া ধর্মপল্লীতে উপস্থিত হন। পরে সকলে দড়িপাড়া এসএমআরএ সম্প্রদায়ের নভিশিয়েটে যায় এবং নভিস ও সিস্টারদের সাথে আলাপ আলোচনা করে। পরিবার পরিদর্শনে প্রবীণ ব্যক্তিত্ব লিও স্যারের বাড়িতে যায় এবং প্রার্থনা করে ফিরে আসে ধর্মপল্লীতে। সন্ধ্যায় একত্রিত প্রার্থনা শেষে ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার কাজল সকলকে শুভেচ্ছা জানান। এরপর মডারেটর ফাদার বুলবুল রিবেরু সহভাগিতা করেন। ফাদার কাজল ধর্মপল্লীর বাস্তবতা, চ্যালেঞ্জ এবং অনুপ্রেরণামূলক সহভাগিতা রাখেন আমাদের যুব ফাদারদের সঙ্গে।

১৩ আগস্ট সকাল ৬ টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন দড়িপাড়া ধর্মপল্লীর সন্তান ফাদার সনি রোজারিও এবং উপদেশবাণী সহভাগিতা করেন ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ। খ্রিস্টযাগে ১৩ জন ফাদার এবং অনেক খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। সকালের খাবারের পর যুব যাজকগণ এবং মডারেটর বসে নিজেদের বর্তমান অবস্থা, পালকীয় অভিজ্ঞতা, সুখ-দুঃখ, চ্যালেঞ্জ ইত্যাদি বিষয় সহভাগিতা করেন। এরপর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের আয়োজনে 'মিডিয়া এবং সিনোডালিটি' বিষয় নিয়ে সুন্দর বাস্তবধর্মী সহভাগিতা করেন ফাদার বুলবুল রিবেরু। তিনি বলেন ' মিডিয়ার মধ্যদিয়ে অনেক ভাবেই সিনোডালিটির কাজ হচ্ছে, সেখানে যেন আমরা আমাদের অংশ রাখতে পারি একত্রিতভাবে। দুপুরের আহার গ্রহণ করে ফাদার কাজলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ফিরে আসি।

গাড়ী ভাড়া

এখানে মাইক্রোবাস, প্রাইভেটকার ছাড়াও সকল ধরনের গাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়।

যোগাযোগের ঠিকানা:

আঠারোগ্রাম রেন্ট এ কার

মোবাইল নাম্বার: ০১৭১০২৯২৯৭০
০১৯৩৩১৬৫২৩৪

বিজ্ঞ/২০৫/২৪

জরুরি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জাতীয় পর্যায়ে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা "অভিযান বাংলাদেশ"- এর "বারাকা" পথঘর এ.ই এবং আলোকিত শিশু প্রকল্পে নিম্নলিখিত পদের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে দরখাস্ত আহবান করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ঝুঁকিপূর্ণ পথশিশু ও মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তিদের সাথে কাজ করার পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন (পুরুষ ও মহিলা) প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন।

ক্রম	পদের কর্মস্থল ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যাদি	অন্যান্য যোগ্যতা
১।	পদের নাম ঃ প্রজেক্ট অফিসার (কেস টিম) (চুক্তিভিত্তিক) পদের সংখ্যা ঃ ১ জন (পুরুষ) বয়স ঃ ২৫-৩৫ বৎসর বেতন/ভাতা ঃ সর্বসাকুল্যে মাসিক ২০,০০০/- টাকা। কর্ম এলাকা ঃ সাভার, ঢাকা। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্রাজুয়েট।	- সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ১ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। - মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তি এবং ঝুঁকিপূর্ণ পথ শিশুদের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। - কম্পিউটার পরিচালনায় (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট এবং ইন্টারনেট) দক্ষতা থাকতে হবে। - সৎ, স্বচ্ছ ও কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ তথা পেশাগত দক্ষতা থাকতে হবে।
২।	পদের নামঃ মাঠ কর্মকর্তা (চুক্তিভিত্তিক) পদের সংখ্যা ঃ ১ জন (পুরুষ/নারী) বয়স ঃ ২৫-৩৫ বৎসর বেতন/ভাতাঃ সর্বসাকুল্যে মাসিক ১৭,০০০/- টাকা। কর্ম এলাকা ঃ বাবুবাজার সংলগ্ন এলাকা, ঢাকা। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্রাজুয়েট।	- সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ১ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। - সমাজের সকল শ্রেণীর (বিশেষভাবে ঃ শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, প্রবীণ ও মাদকাসক্ত) সামাজিক নেতা, স্কুল শিক্ষক, বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিদের সাথে মিলেমিশে কাজ - করার দক্ষতা, সাহস এবং মানসিকতা থাকতে হবে। - মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তি এবং ঝুঁকিপূর্ণ পথ শিশুদের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। - কম্পিউটার পরিচালনায় (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট এবং ইন্টারনেট) দক্ষতা থাকতে হবে। - সৎ, স্বচ্ছ ও কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ তথা পেশাগত দক্ষতা থাকতে হবে।
৩।	পদের নাম ঃ প্যারামেডিক (চুক্তিভিত্তিক) পদের সংখ্যা ঃ ১ জন (মহিলা), বয়স ঃ ২৫-৩৫ বৎসর বয়স ঃ ২৫-৩৫ বৎসর বেতন/ভাতাঃ সর্বসাকুল্যে মাসিক ১৮,০০০/- টাকা কর্ম এলাকা ঃ বাবুবাজার, ঢাকা। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা ইন নার্সিং।	- সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ১বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। - মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তি এবং ঝুঁকিপূর্ণ পথ শিশুদের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। - সৎ, স্বচ্ছ ও কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ তথা পেশাগত দক্ষতা থাকতে হবে।
৪।	পদের নাম ঃ ক্যাশিয়ার (চুক্তিভিত্তিক) পদের সংখ্যা ঃ ১ জন (পুরুষ) বয়স ঃ ২৫-৩৫ বৎসর বেতন/ভাতা ঃ সর্বসাকুল্যে মাসিক ১৫,০০০/- টাকা। কর্ম এলাকা ঃ সাভার, ঢাকা। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বি.কম।	- সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ১ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। - কম্পিউটার পরিচালনায় (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট এবং ইন্টারনেট) দক্ষতা থাকতে হবে। - সৎ, স্বচ্ছ ও কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ তথা পেশাগত দক্ষতা থাকতে হবে।
৫।	পদের নাম ঃ প্রজেক্ট এনিমেটর (চুক্তিভিত্তিক) পদের সংখ্যা ঃ ১ জন (পুরুষ) বয়স ঃ ২৫-৩৫ বৎসর বেতন/ভাতা ঃ সর্বসাকুল্যে মাসিক ১০,০০০/- টাকা। কর্ম এলাকা ঃ সাভার, ঢাকা। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এইচ.এস.সি।	- সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ১ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। - মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তি এবং ঝুঁকিপূর্ণ পথশিশুদের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। - কম্পিউটার পরিচালনায় (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট এবং ইন্টারনেট) দক্ষতা থাকতে হবে। - সৎ, স্বচ্ছ ও কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ তথা পেশাগত দক্ষতা থাকতে হবে।

১। জীবন বৃত্তান্তসহ দুই জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, মোবাইল নাম্বার সহ ও আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক উল্লেখপূর্বক আবেদনকারীর নিজের মোবাইল নাম্বার সহ সাদা কাগজে নিম্ন স্বাক্ষরকারী বরাবরে আগামী ১৫-৮-২০২৪খ্রিঃ তারিখের এর মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানা/ঠিকানায় পরিচালক, বারাকা বরাবর পাঠাতে হবে।

২। আবেদন পত্রের সাথে অবশ্যই (ক) সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র ও মার্কশীটের সত্যায়িত কপি (খ) জাতীয় পরিচয়পত্র ও চারিত্রিক সনদ পত্রের সত্যায়িত কপি (গ) অভিজ্ঞতা সনদপত্রের সত্যায়িত কপি (ঘ) সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি জমা দিতে হবে।

৩। চাকুরীতে নিয়োজিত প্রার্থীদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র তাদের আবেদনপত্রের সাথে সংযোজন করতে হবে।

৪। কোন প্রকার ব্যক্তিগত বা কারো মাধ্যমে যোগাযোগ/সুপারিশ প্রার্থীদের অযোগ্যতা বলে গণ্য করা হবে।

৫। অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।

৬। খামের উপর আবেদনকৃত পদের নাম উল্লেখ করতে হবে এবং প্রাপ্ত দরখাস্তসমূহ প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র যোগ্য প্রার্থীদেরকে লিখিত পরীক্ষা/সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হবে এবং এর জন্য কোন টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না। উক্ত প্রতিষ্ঠানে আবেদনে কোন প্রকার ব্যাংক ড্রাফট কিংবা জামানত প্রয়োজন নেই।

৭। ত্রুটিপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে।

৮। কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি স্থগিত, বাতিল বা সংশোধন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা
পরিচালক, বারাকা
গ্রাম : কমলাপুর, বিকলিয়া রোড, ধরেন্ডা, সাভার, ঢাকা-১৩৪০
ফোন: ০১৮১৮ ৪২ ১৫ ৪৩
Email: info@baracabd.org
or
somudra@gmail.com

বিজ্ঞ/২০৪/২৪

"যীশু তাঁদের বললেন: তোমরা এখন কোন নির্জন স্থানে গিয়ে নিরিবিলিতে আমার সঙ্গে কিছুদিন থাকো, বিশ্রাম নাও।" মার্ক ৬:৩১

বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘের (বিডিপিএফ) বার্ষিক নির্জন ধ্যান- ২০২৪ খ্রীষ্টবর্ষ

মূলসুর: "যাজকীয় মর্যাদা, মাহাত্ম ও মুগ্ধতা"

স্থান: খ্রীষ্ট জ্যোতি পালকীয় কেন্দ্র, রাজশাহী

নির্জনধ্যান পরিচালক: শ্রদ্ধেয় ফাদার পিটার রেমা, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ

দল	তারিখ	স্থান
১ম দল	সেপ্টেম্বর ১৬-২০, ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ আগমন: ১৬ সেপ্টেম্বর, সোমবার সন্ধ্যার আগে প্রস্থান: ২১ সেপ্টেম্বর, শনিবার সকালে	খ্রীষ্ট জ্যোতি পালকীয় কেন্দ্র, রাজশাহী
২য় দল	সেপ্টেম্বর ২৩-২৭, ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ আগমন: ২৩ সেপ্টেম্বর, সোমবার সন্ধ্যার আগে প্রস্থান: ২৮ সেপ্টেম্বর, শনিবার সকালে	খ্রীষ্ট জ্যোতি পালকীয় কেন্দ্র, রাজশাহী

সমগ্র বাংলাদেশে ২৮০ জন ধর্মপ্রদেশীয় যাজক আছেন

নির্জন ধ্যানের এই বিশেষ সময়ে সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে বাংলাদেশের সকল ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের সার্বিক মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করার জন্য।

ধন্যবাদান্তে,

ফা: মিন্টু এল, পালমা
প্রেসিডেন্ট, বিডিপিএফ

ফা: উইলিয়াম মুর্মু
ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিডিপিএফ

ফা: রুবেন এস, গমেজ
সেক্রেটারী, বিডিপিএফ
Email: gomesruben1602@gmail.com

বিজ্ঞ/১৯১/২৪

ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীর প্রতিপালিকা শিশু যীশুর সাধ্বী তেরেজার পর্ব - ২০২৪ খ্রিষ্টবর্ষ

প্রিয় সুধী,

সবার প্রতি রইলো খ্রিস্টীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা। অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ০৪ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রীষ্টবর্ষ রোজ শুক্রবার ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীর প্রতিপালিকা শিশুযীশুর সাধ্বী তেরেজার পর্ব মহাসমারোহে পালন করা হবে। পর্বকর্তাদের শুভেচ্ছা দান ১,০০০/- (এক হাজার) ও খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য ২০০/- (দুইশতটাকা) টাকামাত্র।

এই মহান সাধ্বীর পর্বদিনে অংশগ্রহণ করতে ও তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করতে আপনারা সবাই আমন্ত্রিত।

ধন্যবাদান্তে,

ফাদার তুষার জেভিয়ার কস্তা
পরিচালক, বান্দুরা সেমিনারী

ফাদার ঝলক আন্তনী দেশাই
সহকারী পরিচালক
০১৭৪৭৪০৯৬১৮

নভেনা : ২৫ সেপ্টেম্বর হতে ০৩ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ
❖ নভেনা খ্রীষ্টযাগ: ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর সকাল ০৬:৩০ মি.
২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ০৩ অক্টোবর বিকাল ০৪:৩০ মি.

পর্বীয় খ্রিস্টযাগ
০৪ অক্টোবর, শুক্রবার সকাল ০৯:৩০ মি.

বি.দ্র.: এ বছর অক্টোবর মাসের ১৪-১৭ তারিখ বান্দুরা সেমিনারীতে "এসো দেখে যাও" **Come and See** প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হবে। যারা সপ্তম এবং অষ্টম শ্রেণীতে পড়াশোনা করছে সে সমস্ত ছাত্র'রা এ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পারবে। পাল-পুরোহিতের মাধ্যমে যোগাযোগ করে আসা অত্যাবশকীয়।

বিজ্ঞ/১৯৮/২৪

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ৩১
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 31
Regd. No. DA-33
❖ 1 - 7 September, 2024, ১৭ - ২৩ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
BOOK POST

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম **জেরী প্রিন্টিং প্রেস**

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। আগামী আগস্ট থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বিশেষ দিবসগুলোতে আপনাদের সুচিন্তিত লেখা পাঠানোর জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। এছাড়া গল্প, প্রবন্ধ, ছোটদের আসরের জন্য লেখা, পত্রবিতান, কবিতা, ধাঁধা, আঁকা ছবি পাঠানোর আহ্বান করা হচ্ছে। অবশ্যই নির্দিষ্ট তারিখের ২ সপ্তাহ পূর্বে লেখা পাঠানোর অনুরোধ করা হচ্ছে। বিশেষ দিবসগুলো নিম্নে দেওয়া হল:

সেপ্টেম্বর
২ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর মৃত্যুবার্ষিকী
১৪ পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব পর্ব
১৭ ঈদ-ই-মিলাদুনবী
২১ প্রেরিতদূত ও সুসমাচার রচয়িতা সাধু মথি পর্ব
২৭ সাধু ভিনসেন্ট দ্য পল, যাজক স্মরণ দিবস

নভেম্বর
১ নিখিল সাধু-সাধ্বীদের মহাপর্ব
২ পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস
৯ লাতেরান মহামন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস পর্ব
১৮ সাধু পিতর ও সাধু পলের মহামন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস
২১ বালিকা মারীয়া নিবেদন পর্ব
২৪ খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব
৩০ প্রেরিতদূত সাধু আন্দ্রেয় পর্ব

অক্টোবর
২ রক্ষীদূতবৃন্দের স্মরণদিবস
৪ আসিসির সাধু ফ্রান্সিস
৭ জপমালার রাণী মারীয়ার পর্ব
১৩ দুর্গা পূজা
২৮ সাধু সিমোন ও সাধু যুদ, প্রেরিতশিষ্য পর্ব

ডিসেম্বর
১ আগমনকালের ১ম রবিবার
৮ কুমারী মারীয়ার অমলোদ্ভব, মহাপর্ব
১০ বিশ্ব মানবাধিকার দিবস
১৬ বিজয় দিবস
২৫ যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন
২৮ শিশু সাক্ষ্যমরদের পর্ব
২৯ জন্মোৎসবকাল পুণ্যতম পরিবারের মহাপর্ব

লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ, ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

- সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org